BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

BUKHARI SHARIF (1st VOLUME)

BANGLA TRANSLATION

NET RELEASE BY : WWW.BANGLAINTERNET.COM

PART : ILM

كِتَابُ الْعِلْمِ

ইল্‌ম অধ্যায়

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
পরম দয়াময় অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে।

كِتَابُ الْعِلْمِ

'ইলম অধ্যায়

٤٣ بَابُ فَضْلُ الْعِلْمِ وَقَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ، وَقَوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ رَبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا .

৪৩. পরিচ্ছেদ ঃ 'ইল্‌মের ফযীলত

আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ

يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ

"তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদের ইল্‌ম দান করা হয়েছে আল্লাহ্ তাদের মর্যাদায় উন্নত করবেন; তোমরা যা কর আল্লাহ্ সে সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত।" (৫৮ ঃ ১১)

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ رَبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا

হে আমার রব! আমার জ্ঞানের বৃদ্ধি সাধন কর। (২০ ঃ ১১৪)

٤٤ . بَابُ مَنْ سُئِلَ عِلْمًا وَهُوَ مُشْتَغِلٌ فِيْ حَدِيْثِهِ فَاَتَمَّ الْحَدِيْثَ ثُمَّ اَجَابَ السَّائِلَ -

৪৪. পরিচ্ছেদ ঃ আলোচনায় মশগুল অবস্থায় ইল্‌ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে আলোচনা শেষ করার পর প্রশ্নকারীর উত্তর প্রদান

٥٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنِيْ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ قَالَ حَدَّثَنِيْ هِلَالُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَمَا النَّبِيُّ ﷺ فِيْ مَجْلِسٍ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ جَاءَهُ اَعْرَابِيٌّ فَقَالَ مَتٰى السَّاعَةُ فَمَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُحَدِّثُ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ سَمِعَ مَا قَالَ فَكَرِهَ مَا قَالَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ بَلْ لَمْ يَسْمَعْ حَتّٰى اِذَا قَضٰى حَدِيْثَهُ قَالَ اَيْنَ اُرَاهُ السَّائِلُ عَنِ السَّاعَةِ قَالَ هَا

banglainternet.com

اَنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ فَاِذَا ضُيِّعَتِ الْاَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ قَالَ كَيْفَ اِضَاعَتُهَا قَالَ اِذَا وُسِّدَ الْاَمْرُ اِلٰى غَيْرِ اَهْلِهٖ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ .

৫৭ মুহাম্মদ ইব্‌ন সিনান (র) ও ইবরাহীম ইব্‌নুল মুনযির (র).....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মজলিসে লোকদের সামনে কিছু আলোচনা করছিলেন। ইতিমধ্যে তাঁর কাছে একজন বেদুঈন এসে প্রশ্ন করলেন, 'কিয়ামত কবে?' রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর আলোচনায় রত রইলেন। এতে কেউ কেউ বললেন, লোকটি যা বলেছে তিনি তা শুনেছেন কিন্তু তার কথা পসন্দ করেন নি। আর কেউ কেউ বললেন বরং তিনি শুনতেই পান নি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আলোচনা শেষ করে বললেন ঃ 'কিয়ামত সম্পর্কে প্রশ্নকারী লোকটি কোথায়?' সে বলল, 'এই যে আমি, ইয়া রাসূলাল্লাহ্!' তিনি বললেন ঃ 'যখন আমানত নষ্ট করা হয় তখন তুমি কিয়ামতের প্রতীক্ষা করবে।' সে বলল, 'কিভাবে আমানত নষ্ট করা হয়?' তিনি বললেন ঃ 'যখন কোন কাজের দায়িত্ব অনুপযুক্ত লোকের প্রতি ন্যস্ত হয়, তখন তুমি কিয়ামতের প্রতীক্ষা করবে।'

٤٥. بَابُ مَنْ رَفَعَ صَوْتَهُ بِالْعِلْمِ-

৪৫. পরিচ্ছেদ ঃ উচ্চস্বরে 'ইলমের আলোচনা

٥٨ حَدَّثَنَا اَبُو النُّعْمَانِ عَارِمُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ اَبِىْ بِشْرٍ عَنْ يُوْسُفَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ تَخَلَّفَ عَنَّا النَّبِىُّ ﷺ فِىْ سَفْرَةٍ سَافَرْنَاهَا فَاَدْرَكَنَا وَ قَدْ اَرْهَقَنَا الصَّلٰوةُ وَ نَحْنُ نَتَوَضَّأُ فَجَعَلْنَا نَمْسَحُ عَلٰى اَرْجُلِنَا فَنَادٰى بِاَعْلٰى صَوْتِهٖ وَيْلٌ لِّلْاَعْقَابِ مِنَ النَّارِ مَرَّتَيْنِ اَوْثَلَاثًا .

৫৮ আবু'ন নু'মান (র).....আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন 'আমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক সফরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের পেছনে রয়ে গেলেন। পরে তিনি আমাদের কাছে পৌঁছলেন, এদিকে আমরা (আসরের) সালাত আদায় করতে দেরী করে ফেলেছিলাম এবং আমরা উযূ করছিলাম। আমরা আমাদের পা কোনমতে পানি দিয়ে ভিজিয়ে নিচ্ছিলাম। তিনি উচ্চস্বরে বললেন ঃ পায়ের গোড়ালিগুলোর (শুষ্কতার) জন্য জাহান্নামের শাস্তি রয়েছে। তিনি দু'বার বা তিনবার এ কথা বললেন।

٤٦. بَابُ قَوْلِ الْمُحَدِّثِ حَدَّثَنَا وَاَخْبَرَنَا وَاَنْبَاَنَا وَقَالَ لَنَا الْحُمَيْدِىُّ كَانَ عِنْدَ ابْنِ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا وَاَخْبَرَنَا وَاَنْبَاَنَا وَسَمِعْتُ وَاحِدًا وَقَالَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ حَدَّثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوْقُ وَقَالَ شَقِيْقٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ كَلِمَةً كَذَا وَقَالَ حُذَيْفَةُ حَدَّثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَدِيْثَيْنِ وَقَالَ اَبُو الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ فِيْمَا يَرْوِىْ عَنْ رَبِّهٖ وَقَالَ اَنَسٌ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ يَرْوِيْهِ عَنْ رَبِّهٖ عَزَّوَجَلَّ وَقَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ يَرْوِيْهِ عَنْ رَبِّكُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى .

banglainternet.com

৪৬. পরিচ্ছেদ ঃ মুহাদ্দিসের উক্তি ঃ হাদ্দাসানা, আখবারানা ও আম্বা'আনা

মুহাদ্দিসের উক্তি ঃ حدثنا ، اخبرنا ، انبانا ; [১] হুমায়দী (র) বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন 'উয়ায়না (র)—এর মতে سمعت ও حدثنا ، اخبرنا ، انبانا একই অর্থবোধক। ইব্‌ন মাস'ঊদ (রা) বলেন, حدثنا رسول الله ﷺ وهو الصادق المصدوق 'রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের কাছে হাদীস বর্ণনা করেছেন ; আর তিনি সত্যবাদী এবং সত্যবাদীরূপে স্বীকৃত।' শাকীক (র) আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণনা করেন, سمعت النبى ﷺ كلمة كذا 'আমি নবী ﷺ থেকে এরূপ উক্তি শুনেছি'.....। হুযায়ফা (রা) বলেন, حدثنا رسول الله ﷺ حديثين 'রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের কাছে দু'টি হাদীস বর্ণনা করেছেন।' আবু'ল 'আলিয়া (র) ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, يروى عن ربه عن النبى ﷺ فيما ' নবী ﷺ থেকে, তিনি তাঁর রব থেকে বর্ণনা করেন'...। আনাস (রা) বলেন, عن النبى ﷺ يرويه عن ربه 'নবী ﷺ থেকে, তিনি বর্ণনা করেন তাঁর রব থেকে'.....। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, عن النبى ﷺ يرويه عن ربكم تبارك تعالى 'নবী ﷺ থেকে, তিনি তোমাদের মহিমময় ও সুমহান রব থেকে বর্ণনা করেন'.....।

٥٩ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً لاَ يَسْقُطُ وَرَقُهَا وَاِنَّهَا مَثَلُ الْمُسْلِمِ فَحَدِّثُوْنِيْ مَا هِيَ فَوَقَعَ النَّاسُ فِيْ شَجَرِ الْبَوَادِيْ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ وَ وَقَعَ فِيْ نَفْسِيْ اَنَّهَا النَّخْلَةُ فَاسْتَحْيَيْتُ ثُمَّ قَالُوْا حَدِّثْنَا مَا هِيَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ هِيَ النَّخْلَةُ .

৫৯ কুতায়বা ইব্‌ন সা'ঈদ (র).....ইব্‌ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একবার বললেন ঃ গাছপালার মধ্যে এমন একটি গাছ আছে যার পাতা ঝরে না। আর তা মুসলিমের উপমা। তোমরা আমাকে বল 'সেটি কি গাছ ?' রাবী বলেন, তখন লোকেরা জঙ্গলের বিভিন্ন গাছ-পালার নাম চিন্তা করতে লাগল। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, 'আমার মনে হল, সেটা হবে খেজুর গাছ।' কিন্তু আমি তা বলতে লজ্জাবোধ করছিলাম। তারপর সাহাবায়ে কিরাম (রা) বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি আমাদের বলে দিন সেটি কি গাছ ?' তিনি বললেন ঃ 'তা হল খেজুর গাছ।'

٤٧. بَابُ طَرْحِ الْاِمَامِ الْمَسْئَلَةَ عَلٰى اَصْحَابِهٖ لِيَخْتَبِرَ مَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ -

৪৭. পরিচ্ছেদ ঃ শাগরিদগণের জ্ঞান পরীক্ষার জন্য উস্তাদের কোন বিষয় উত্থাপন করা

১. ইমাম বুখারীর মতে এগুলো হাদীস রিওয়ায়াতের সমার্থক পারিভাষিক শব্দ ; মুহাদ্দিসগণের মধ্যে এ সম্বন্ধে মতভেদ আছে।

banglainternet.com

٦٠ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً لَا يَسْقُطُ وَرَقُهَا وَاِنَّهَا مَثَلُ الْمُسْلِمِ حَدِّثُوْنِيْ مَا هِيَ قَالَ فَوَقَعَ النَّاسُ فِيْ شَجَرِ الْبَوَادِيْ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ فَوَقَعَ فِيْ نَفْسِيْ اَنَّهَا النَّخْلَةُ فَاسْتَحْيَيْتُ ثُمَّ قَالُوْا حَدِّثْنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ، مَا هِيَ ، قَالَ هِيَ النَّخْلَةُ .

৬০ খালিদ ইব্ন মাখলাদ (র).....ইব্ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ একবার বললেন ঃ 'গাছ-পালার মধ্যে এমন একটি গাছ আছে যার পাতা ঝরে না। আর তা মুসলিমের উপমা। তোমরা আমাকে বল দেখি, সেটি কি গাছ?' রাবী বলেন, তখন লোকেরা জঙ্গলের বিভিন্ন গাছপালার নাম চিন্তা করতে লাগল। 'আবদুল্লাহ (রা) বলেন, 'আমার মনে হল, সেটা হবে খেজুর গাছ। কিন্তু তা বলতে আমি লজ্জাবোধ করছিলাম।' তারপর সাহাবায়ে কিরাম (রা) বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনিই আমাদের বলে দিন সেটি কি গাছ?' তিনি বললেন ঃ 'তা হল খেজুর গাছ।'

٤٨. بَابُ الْقِرَاءَةُ وَالْعَرْضُ عَلَى الْمُحَدِّثِ وَرَاَى الْحَسَنُ وَالثَّوْرِيُّ وَمَالِكٌ الْقِرَاءَةَ جَائِزَةً وَاحْتَجَّ بَعْضُهُمْ فِي الْقِرَاءَةِ عَلَى الْعَالِمِ بِحَدِيْثِ ضِمَامِ بْنِ ثَعْلَبَةَ اَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ اَللّٰهُ اَمَرَكَ اَنْ نُصَلِّيَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَهٰذِهِ قِرَاءَةٌ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ اَخْبَرَ ضِمَامٌ قَوْمَهُ بِذٰلِكَ فَاَجَازُوْهُ وَاحْتَجَّ مَالِكٌ بِالصَّكِّ يُقْرَأُ عَلَى الْقَوْمِ فَيَقُوْلُوْنَ اَشْهَدَنَا فُلَانٌ وَيُقْرَأُ عَلَى الْمُقِرِّ فَيَقُوْلُ الْقَارِئُ اَقْرَاَنِيْ فُلَانٌ .

৪৮. পরিচ্ছেদ ঃ হাদীস পড়া ও মুহাদ্দিসের কাছে পেশ করা

হাসান (বসরী), সাওরী এবং মালিক (র)–এর মতে মুহাদ্দিসের সামনে পাঠ করা জায়েয। কোন কোন মুহাদ্দিস উস্তাদের সামনে পাঠ করার সপক্ষে যিমাম ইব্ন সা'লাবা (রা)–র হাদীস পেশ করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলেছিলেন, 'আমাদের পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করার ব্যাপারে আল্লাহ্ কি আপনাকে নির্দেশ দিয়েছেন?' তিনি বললেন ঃ 'হ্যাঁ'। রাবী বলেন, এগুলো রাসূলুল্লাহ্ ﷺ–এর সামনে পাঠ করা। যিমাম (রা) তাঁর কাওমের কাছে এ নির্দেশগুলো জানান এবং তাঁরা তা গ্রহণ করেন। (ইমাম) মালিক (র) তাঁর মতের সমর্থনে লিখিত দলীলকে প্রমাণ হিসেবে পেশ করেন, যা লোকদের সামনে পাঠ করা হলে তারা বলে, 'অমুক আমাদের সাক্ষী বানিয়েছেন'।শিক্ষকের সামনে পাঠ করে পাঠক বলে, 'অমুক আমাকে পড়িয়েছেন।'

banglainternet.com

٦١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ الْحَسَنِ الْوَاسِطِيُّ عَنْ عَوْفٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ لَا بَاْسَ بِالْقِرَاءَ

عَلَى الْعَالِمِ وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ اِذَا قُرِئَ عَلَى الْمُحَدِّثِ فَلاَ بَأْسَ اَنْ يَقُوْلَ حَدَّثَنِىْ قَالَ وَسَمِعْتُ اَبَا عَاصِمٍ يَقُوْلُ عَنْ مَالِكٍ وَسُفْيَانَ الْقِرَاءَةُ عَلَى الْعَالِمِ وَقِرَاءَتُهُ سَوَاءٌ .

৬১ মুহাম্মদ ইব্‌ন সালাম (র).....হাসান (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উস্তাদের সামনে শাগরিদের পাঠ করাতে কোন বাধা নেই। 'উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন মূসা (র) সুফিয়ান (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, যখন মুহাদ্দিসের সামনে (কোন হাদীস) পাঠ করা হয় তখন حَدَّثَنِىْ (তিনি আমার কাছে হাদীস বর্ণনা করেছেন) বলায় কোন আপত্তি নেই। বর্ণনাকারী বলেন, আমি আবূ 'আসিমকে মালিক ও সুফিয়ান (র) থেকে বর্ণনা করতে শুনেছি যে, 'উস্তাদের সামনে পাঠ করা এবং উস্তাদের নিজে পাঠ করা একই পর্যায়ের।'

٦٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيْدٍ هُوَ الْمَقْبُرِىُّ عَنْ شَرِيْكِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ نَمِرٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوْسٌ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فِى الْمَسْجِدِ دَخَلَ رَجُلٌ عَلٰى جَمَلٍ فَاَنَاخَهُ فِى الْمَسْجِدِ ثُمَّ عَقَلَهُ ثُمَّ قَالَ لَهُمْ اَيُّكُمْ مُحَمَّدٌ ، وَالنَّبِىُّ ﷺ مُتَّكِئٌ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ ، فَقُلْنَا هٰذَا الرَّجُلُ الْاَبْيَضُ الْمُتَّكِئُ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ يَا ابْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ ﷺ قَدْ اَجَبْتُكَ فَقَالَ الرَّجُلُ لِلنَّبِىِّ ﷺ اِنِّىْ سَائِلُكَ فَمُشَدِّدٌ عَلَيْكَ فِى الْمَسْئَلَةِ فَلاَ تَجِدْ عَلَىَّ فِىْ نَفْسِكَ فَقَالَ سَلْ عَمَّا بَدَالَكَ فَقَالَ اَسْئَلُكَ بِرَبِّكَ وَرَبِّ مَنْ قَبْلَكَ اَللّٰهُ اَرْسَلَكَ اِلَى النَّاسِ كُلِّهِمْ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ نَعَمْ قَالَ اَنْشُدُكَ بِاللّٰهِ اَللّٰهُ اَمَرَكَ اَنْ نُصَلِّىَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ فِى الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ قَالَ اَللّٰهُمَّ نَعَمْ قَالَ اَنْشُدُكَ بِاللّٰهِ اَللّٰهُ اَمَرَكَ اَنْ نَصُوْمَ هٰذَا الشَّهْرَ مِنَ السَّنَةِ قَالَ اَللّٰهُمَّ نَعَمْ ، قَالَ اَنْشُدُكَ بِاللّٰهِ اَللّٰهُ اَمَرَكَ اَنْ تَاْخُذَ هٰذِهِ الصَّدَقَةَ مِنْ اَغْنِيَائِنَا فَتَقْسِمَهَا عَلٰى فُقَرَائِنَا فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَللّٰهُمَّ نَعَمْ فَقَالَ الرَّجُلُ اٰمَنْتُ بِمَا جِئْتَ بِهِ وَاَنَا رَسُوْلُ مَنْ وَرَائِىْ مِنْ قَوْمِىْ وَاَنَا ضِمَامُ بْنُ ثَعْلَبَةَ اَخُوْ بَنِىْ سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ رَوَاهُ مُوْسٰى وَعَلِىُّ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيْدِ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ ثَابِتٍ اَنَسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِهٰذَا .

৬২ 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইউসুফ (র).....আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ একবার আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে মসজিদে বসা ছিলাম। তখন এক ব্যক্তি সওয়ার অবস্থায় ঢুকল। মসজিদে (প্রাঙ্গণে) সে তার উটটি বসিয়ে বেঁধে রাখল। এরপর সাহাবীদের লক্ষ্য করে বলল, 'তোমাদের মধ্যে মুহাম্মাদ ﷺ কে ?' রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন তাদের সামনেই হেলান দিয়ে বসা ছিলেন। আমরা বললাম, 'এই হেলান দিয়ে বসা ফর্সা রঙের ব্যক্তিই হলেন তিনি।

তারপর লোকটি তাঁকে লক্ষ্য করে বলল, 'হে আবদুল মুত্তালিবের পুত্র !' নবী করীম ﷺ তাকে বললেন ঃ 'আমি তোমার জওয়াব দিচ্ছি।' লোকটি বলল, 'আমি আপনাকে কিছু প্রশ্ন করব এবং সে প্রশ্ন করার ব্যাপারে কঠোর হব, এতে আপনি আমার প্রতি রাগ করবেন না।' তিনি বললেন, 'তোমার যেমন ইচ্ছা প্রশ্ন কর।'

banglainternet.com

সে বলল, 'আমি আপনাকে আপনার রব এবং আপনার পূর্ববর্তীদের রবের কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি, আল্লাহ্ই কি আপনাকে সকল মানুষের প্রতি রাসূলরূপে পাঠিয়েছেন ?' তিনি বললেন ঃ 'আল্লাহ্ সাক্ষী, হ্যাঁ।' সে বলল, 'আমি আপনাকে আল্লাহ্র কসম দিয়ে বলছি, আল্লাহ্ই কি আপনাকে দিনরাতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করতে নির্দেশ দিয়েছেন ?' তিনি বললেন ঃ 'আল্লাহ্ সাক্ষী, হ্যাঁ।' সে বলল, 'আমি আপনাকে আল্লাহ্র কসম দিয়ে বলছি, আল্লাহ্ই কি আপনাকে বছরের এ মাসে (রমযান) সাওম পালনের নির্দেশ দিয়েছেন ?' তিনি বললেন ঃ 'আল্লাহ্ সাক্ষী, হ্যাঁ।' সে বলল, 'আমি আপনাকে আল্লাহ্র কসম দিয়ে বলছি, আল্লাহ্ই কি আপনাকে নির্দেশ দিয়েছেন, আমাদের ধনীদের থেকে এসব সদকা (যাকাত) উসূল করে গরীবদের মধ্যে ভাগ করে দিতে ?' নবী ﷺ বললেন ঃ 'আল্লাহ্ সাক্ষী, হ্যাঁ।' এরপর লোকটি বলল, 'আমি ঈমান আনলাম আপনি যা (যে শরী'আত) এনেছেন তার ওপর। আর আমি আমার কওমের রেখে আসা লোকজনের পক্ষে প্রতিনিধি, আমার নাম যিমাম ইব্ন সা'লাবা, বনী সা'দ ইব্ন বক্র গোত্রের একজন।'

মূসা ও আলী ইব্ন আবদুল হামীদ (র).....আনাস (রা) সূত্রেও এরূপ বর্ণনা করেছেন।

٦٣ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيْرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ اَنَسٍ قَالَ نُهِيْنَا فِى الْقُرْاٰنِ اَنْ نَّسْئَلَ النَّبِىَّ ﷺ وَكَانَ يُعْجِبُنَا اَنْ يَّجِئَ الرَّجُلُ مِنْ اَهْلِ الْبَادِيَةِ الْعَاقِلُ فَيَسْئَالُهٗ وَنَحْنُ نَسْمَعُ فَجَاءَ الرَّجُلُ مِنْ اَهْلِ الْبَادِيَةِ فَقَالَ اَتَانَا رَسُوْلُكَ فَاَخْبَرَنَا اَنَّكَ تَزْعَمُ اَنَّ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ اَرْسَلَكَ قَالَ صَدَقَ فَقَالَ فَمَنْ خَلَقَ السَّمَاءَ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ فَمَنْ خَلَقَ الْاَرْضَ وَالْجِبَالَ قَالَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ قَالَ فَمَنْ جَعَلَ فِيْهَا الْمَنَافِعَ قَالَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ قَالَ فَبِالَّذِىْ خَلَقَ السَّمَاءَ وَخَلَقَ الْاَرْضَ وَنَصَبَ الْجِبَالَ وَجَعَلَ فِيْهَا الْمَنَافِعَ اللّٰهُ اَرْسَلَكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ وَزَعَمَ رَسُوْلُكَ اَنَّ عَلَيْنَا خَمْسَ صَلَوَاتٍ وَزَكٰوةً فِىْ اَمْوَالِنَا قَالَ صَدَقَ قَالَ بِالَّذِىْ اَرْسَلَكَ اللّٰهُ اَمَرَكَ بِهٰذَا قَالَ نَعَمْ قَالَ وَزَعَمَ رَسُوْلُكَ اَنَّ عَلَيْنَا صَوْمَ شَهْرٍ فِىْ سَنَتِنَا قَالَ صَدَقَ قَالَ فَبِالَّذِىْ اَرْسَلَكَ اللّٰهُ اَمَرَكَ بِهٰذَا قَالَ نَعَمْ قَالَ وَزَعَمَ رَسُوْلُكَ اَنَّ عَلَيْنَا حِجَّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلاً قَالَ صَدَقَ قَالَ فَبِالَّذِىْ اَرْسَلَكَ اللّٰهُ اَمَرَكَ بِهٰذَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَوَالَّذِىْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لاَ اَزِيْدُ عَلَيْهِنَّ شَيْئًا وَّلاَ اَنْقُصُ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنْ صَدَقَ لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ .

৬৩ মূসা ইব্ন ইসমা'ঈল (র).....আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ-কে প্রশ্ন করার ব্যাপারে কুরআনুল করীমে আমাদের নিষেধ করা হয়েছিল। আমরা পসন্দ করতাম, গ্রাম থেকে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি এসে তাঁর কাছে প্রশ্ন করুক আর আমরা তা শুনি। তারপর একদিন গ্রাম থেকে একজন লোক এসে বলল, 'আমাদের কাছে আপনার একজন দূত গিয়েছে। সে আমাদের খবর দিয়েছে যে, আপনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে রাসূলরূপে পাঠিয়েছেন।' তিনি বললেনঃ 'সে সত্য বলেছে।' সে বলল, 'আসমান কে সৃষ্টি করেছেন ?' তিনি বললেন ঃ 'মহিমময় আল্লাহ্ তা'আলা।' সে বলল, 'পৃথিবী ও পর্বতমালা কে সৃষ্টি

banglainternet.com

করেছেন ?' তিনি বললেন ঃ 'মহিমময় আল্লাহ্ তা'আলা।' সে বলল, 'এসবের মধ্যে উপকারী বস্তুসমূহ কে রেখেছেন ?' তিনি বললেন ঃ 'মহিমময় আল্লাহ্ তা'আলা।' সে বলল, 'তাহলে যিনি আসমান সৃষ্টি করেছেন, যমীন সৃষ্টি করেছেন, পর্বত স্থাপন করেছেন এবং তার মধ্যে উপকারী বস্তুসমূহ রেখেছেন, তাঁর কসম, সেই আল্লাহ্ই কি আপনাকে রাসূলরূপে পাঠিয়েছেন ?' তিনি বললেন ঃ 'হ্যাঁ।' সে বলল, 'আপনার দূত বলেছেন যে, আমাদের উপর পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করা এবং আমাদের মালের যাকাত দেওয়া অবশ্য কর্তব্য।' তিনি বললেন ঃ 'সে সত্য বলেছে।' সে বলল, 'যিনি আপনাকে রাসূল করে পাঠিয়েছেন, তাঁর কসম, আল্লাহ্ই কি আপনাকে এর আদেশ দিয়েছেন ?' তিনি বললেনঃ 'হ্যাঁ।' সে বলল, 'আপনার দূত বলেছেন যে, আমাদের উপর বছরে একমাস সাওম পালন অবশ্য কর্তব্য।' তিনি বললেন ঃ 'সে সত্য বলেছে।' সে বলল, 'যিনি আপনাকে রাসূল করে পাঠিয়েছেন তাঁর কসম, আল্লাহ্ই কি আপনাকে এর নির্দেশ দিয়েছেন ?' তিনি বললেনঃ 'হ্যাঁ।' সে বলল, 'আপনার দূত বলেছেন যে, আমাদের মধ্যে যার যাতায়াতের সামর্থ্য আছে, তার উপর বায়তুল্লাহ্র হজ্জ করা অবশ্য কর্তব্য।' তিনি বললেন ঃ 'সে সত্য বলেছে।' সে বলল, 'যিনি আপনাকে রাসূল করে পাঠিয়েছেন তাঁর কসম, আল্লাহ্ই কি আপনাকে এর নির্দেশ দিয়েছেন ?' তিনি বললেন ঃ 'হ্যাঁ।' লোকটি বলল, 'যিনি আপনাকে সত্য দীন দিয়ে পাঠিয়েছেন, তাঁর কসম, আমি এতে কিছু বাড়াবোও না, কমাবোও না। নবী ﷺ বললেন ঃ 'সে যদি সত্য বলে থাকে তবে অবশ্যই সে জান্নাতে দাখিল হবে।'

٤٩. بَابُ مَا يُذْكَرُ فِي الْمُنَاوَلَةِ وَكِتَابِ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْعِلْمِ إِلَى الْبُلْدَانِ وَقَالَ أَنَسٌ نَسَخَ عُثْمَانُ الْمَصَاحِفَ فَبَعَثَ بِهَا إِلَى الْآفَاقِ وَرَأَى عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ وَمَالِكٌ ذٰلِكَ جَائِزًا وَاحْتَجَّ بَعْضُ أَهْلِ الْحِجَازِ فِي الْمُنَاوَلَةِ بِحَدِيْثِ النَّبِيِّ ﷺ حَيْثُ كَتَبَ لِأَمِيْرِ السَّرِيَّةِ كِتَابًا وَقَالَ لَا تَقْرَأْهُ حَتّٰى تَبْلُغَ مَكَانَ كَذَا وَكَذَا فَلَمَّا بَلَغَ ذٰلِكَ الْمَكَانَ قَرَأَهُ عَلَى النَّاسِ وَأَخْبَرَهُمْ بِأَمْرِ النَّبِيِّ ﷺ .

৪৯. পরিচ্ছেদ ঃ শায়খ কর্তৃক ছাত্রকে হাদীসের কিতাব প্রদান এবং 'আলিম কর্তৃক 'ইলমের কথা লিখে বিভিন্ন দেশে প্রেরণ

আনাস (রা) বলেন, 'উসমান (রা) কুরআন করীমের বহু কপি তৈরী করিয়ে বিভিন্ন দেশে পাঠান। 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'উমর (রা), ইয়াহইয়া ইব্ন সা'ঈদ ও মালিক (র) এটাকে জায়েয মনে করেন। কোন কোন হিজাযবাসী ছাত্রকে হাদীস বর্ণনার অনুমতি প্রদানের ব্যাপারে নবী করীম ﷺ-এর এ হাদীস দিয়ে দলীল পেশ করেন যে, তিনি একটি সেনাদলের প্রধানকে একখানি পত্র দেন এবং তাঁকে বলে দেন, অমুক অমুক স্থানে না পৌঁছা পর্যন্ত এটা পড়ো না। এরপর তিনি যখন সে স্থানে পৌঁছলেন, তখন লোকের সামনে তা পড়ে শোনান এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নির্দেশ তাদেরকে জানান।

٦٤ حَدَّثَنَا إِسْمٰعِيْلُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ

banglainternet.com

عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبَّاسٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ ﷺ بَعَثَ بِكِتَابِهٖ رَجُلاً وَاَمَرَهُ اَنْ يُدْفَعَهُ اِلٰى عَظِيْمِ الْبَحْرَيْنِ فَدَفَعَهُ عَظِيْمُ الْبَحْرَيْنِ اِلٰى كِسْرٰى فَلَمَّا قَرَاَهُ مَزَّقَهُ فَحَسِبْتُ اَنَّ ابْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ فَدَعَا عَلَيْهِمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنْ يُمَزَّقُوْا كُلَّ مُمَزَّقٍ .

৬৪ ইসমাঈল ইব্ন আবদুল্লাহ (র).....আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তিকে তাঁর চিঠি দিয়ে পাঠালেন এবং তাকে বাহরায়নের গভর্নর-এর কাছে তা পৌছে দিতে নির্দেশ দিলেন। এরপর বাহরায়নের গভর্নর তা কিস্‌রা (পারস্য সম্রাট)-এর কাছে দিলেন। পত্রটি পড়ার পর সে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলল। [বর্ণনাকারী ইব্ন শিহাব (র) বলেন] আমার ধারণা ইব্ন মুসায়্যাব (র) বলেছেন, (এ ঘটনার খবর পেয়ে) রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের জন্য বদদু'আ করেন যে, তাদেরকেও যেন সম্পূর্ণরূপে টুকরো টুকরো করে ফেলা হয়।

٦٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ اَبُو الْحَسَنِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَتَبَ النَّبِيُّ ﷺ كِتَابًا اَوْ اَرَادَ اَنْ يَكْتُبَ فَقِيْلَ لَهُ اِنَّهُمْ لاَيَقْرَءُوْنَ كِتَابًا اِلاَّ مَخْتُوْمًا فَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ نَقْشُهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَاَنِّيْ اَنْظُرُ اِلٰى بَيَاضِهٖ فِيْ يَدِهٖ فَقُلْتُ لِقَتَادَةَ مَنْ قَالَ نَقْشُهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ قَالَ اَنَسٌ .

৬৫ মুহাম্মদ ইব্ন মুকাতিল (র).....আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ একখানি পত্র লিখলেন অথবা একখানি পত্র লিখতে মনস্থ করলেন। তখন তাঁকে বলা হল যে, তারা (রোমবাসী ও অনারবরা) সীলমোহরযুক্ত ছাড়া কোন পত্র পড়ে না। এরপর তিনি রূপার একটি আংটি (মোহর) তৈরী করালেন যার নকশা ছিল مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ আমি যেন তাঁর হাতে সে আংটির ঔজ্জ্বল্য (এখনো) দেখতে পাচ্ছি [শু'বা (র) বলেন] আমি কাতাদা (র) কে বললাম, কে বলেছে যে, তার নকশা مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ ছিল? তিনি বললেন, 'আনাস (রা)।

٥٠. بَابُ مَنْ قَعَدَ حَيْثُ يَنْتَهِيْ بِهِ الْمَجْلِسُ وَمَنْ رَاٰى فُرْجَةً فِي الْحَلْقَةِ فَجَلَسَ فِيْهَا –

৫০. পরিচ্ছেদ ঃ মজলিসের শেষ প্রান্তে বসা এবং মজলিসের ভেতরে ফাঁক দেখে সেখানে বসা

٦٦ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنْ اِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ طَلْحَةَ اَنَّ اَبَا مُرَّةَ مَوْلٰى عَقِيْلِ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ اَخْبَرَهُ عَنْ اَبِيْ وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ وَالنَّاسُ مَعَهُ اِذْ اَقْبَلَ ثَلاَثَةُ نَفَرٍ فَاَقْبَلَ اثْنَانِ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَذَهَبَ وَاحِدٌ قَالَ فَوَقَفَا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَمَّا اَحَدُهُمَا فَرَاٰى فُرْجَةً فِي الْحَلْقَةِ فَجَلَسَ فِيْهَا وَاَمَّا الْاٰخَرُ فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ وَاَمَّا الثَّالِثُ فَاَدْبَرَ ذَاهِبًا فَلَمَّا فَرَغَ رَسُوْلُ اللّٰهِ

banglainternet.com

ﷺ قَالَ اَلاَ اُخْبِرُكُمْ عَنِ النَّفَرِ الثَّلاَثَةِ ، اَمَّا اَحَدُهُمْ فَاٰوَى اِلَى اللّٰهِ فَاٰوَاهُ اللّٰهُ ، وَاَمَّا الْاٰخَرُ فَاسْتَحْيَا فَاسْتَحْيَا اللّٰهُ مِنْهُ ، وَاَمَّا الْاٰخَرُ فَاَعْرَضَ فَاَعْرَضَ اللّٰهُ عَنْهُ .

৬৬ ইসমা'ঈল (র).....আবূ ওয়াকিদ আল-লায়সী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একবার মসজিদে বসেছিলেন; তাঁর সঙ্গে আরও লোকজন ছিলেন। ইতিমধ্যে তিনজন লোক এলেন। তন্মধ্যে দু'জন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর দিকে এগিয়ে এলেন এবং একজন চলে গেলেন। আবূ ওয়াকিদ (রা) বলেন, তাঁরা দু'জন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর কাছে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। এরপর তাঁদের একজন মজলিসের মধ্যে কিছুটা জায়গা দেখে সেখানে বসে পড়লেন এবং অন্যজন তাদের পেছনে বসলেন। আর তৃতীয় ব্যক্তি ফিরে গেল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মজলিস শেষ করে (সাহাবায়ে কিরামকে লক্ষ্য করে) বললেন ঃ আমি কি তোমাদেরকে এই তিন ব্যক্তি সম্পর্কে কিছু বলব ? তাদের একজন আল্লাহ্‌র দিকে এগিয়ে এসেছে তাই আল্লাহ্ তাকে স্থান দিয়েছেন। অন্যজন (ভীড় ঠেলে অগ্রসর হতে অথবা ফিরে যেতে) লজ্জাবোধ করেছে, তাই আল্লাহ্‌ও তার ব্যাপারে (তাকে শাস্তি দিতে এবং রহমত থেকে বঞ্চিত করতে) লজ্জাবোধ করেছেন। আর অপরজন (মজলিসে হাযির হওয়া থেকে) মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, তাই আল্লাহ্‌ও তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন।

٥١. بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ رُبَّ مُبَلَّغٍ اَوْعٰى مِنْ سَامِعٍ

৫১. পরিচ্ছেদ ঃ নবী করীম ﷺ —এর বাণী ঃ যাদের কাছে হাদীস পৌছান হয় তাদের মধ্যে অনেকে এমন আছে, যে শ্রোতা (বর্ণনাকারী—র) চাইতে বেশী মুখস্থ রাখতে পারে

٦٧ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِيْ بَكْرَةَ عَنْ اَبِيْهِ ذَكَرَ النَّبِيُّ ﷺ قَعَدَ عَلٰى بَعِيْرِهٖ وَاَمْسَكَ اِنْسَانٌ بِخِطَامِهٖ اَوْ بِزِمَامِهٖ قَالَ اَيُّ يَوْمٍ هٰذَا فَسَكَتْنَا حَتّٰى ظَنَنَّا اَنَّهُ سَيُسَمِّيْهِ سِوٰى اِسْمِهٖ قَالَ اَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ قُلْنَا بَلٰى قَالَ فَاَيُّ شَهْرٍ هٰذَا فَسَكَتْنَا حَتّٰى ظَنَنَّا اَنَّهُ سَيُسَمِّيْهِ بِغَيْرِ اِسْمِهٖ فَقَالَ اَلَيْسَ بِذِي الْحِجَّةِ قُلْنَا بَلٰى قَالَ فَاِنَّ دِمَاءَ كُمْ وَاَمْوَالَكُمْ وَاَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا فِيْ شَهْرِكُمْ هٰذَا فِيْ بَلَدِكُمْ هٰذَا لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَاِنَّ الشَّاهِدَ عَسٰى اَنْ يُبَلِّغَ مَنْ هُوَ اَوْعٰى لَهُ مِنْهُ .

৬৭ মুসাদ্দাদ (র).....আবূ বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি একবার নবী করীম ﷺ -এর কথা উল্লেখ করে বলেন, (মিনায়) তিনি তাঁর উটের ওপর বসেছিলেন। একজন লোক তাঁর উটের লাগাম ধরে রেখেছিল। তিনি বললেন ঃ 'আজ কোন্ দিন?' আমরা চুপ থাকলাম এবং ধারণা করলাম যে, এ দিনটির আলাদা কোন নাম তিনি দেবেন। তিনি বললেন ঃ "এটা কুরবানীর দিন নয় কি?' আমরা বললাম, 'জী হ্যাঁ।' তিনি বললেন ঃ 'এটা কোন্ মাস ?' আমরা চুপ থাকলাম এবং ধারণা করতে লাগলাম যে, তিনি হয়ত এর (প্রচলিত) নাম

banglainternet.com

ছাড়া অন্য কোন নাম দিবেন। তিনি বললেন ঃ 'এটা যিলহজ্জ নয় কি ?' আমরা বললাম, 'জী হাঁ।' তিনি বললেন ঃ (জেনে রাখ) 'তোমাদের জান, তোমাদের মাল, তোমাদের সম্মান তোমাদের পরস্পরের জন্য হারাম, যেমন আজকের এ মাস, তোমাদের এ শহর, আজকের এ দিন সম্মানিত। এখানে উপস্থিত ব্যক্তি (আমার এ বাণী) যেন অনুপস্থিত ব্যক্তির কাছে পৌছে দেয়। কারণ উপস্থিত ব্যক্তি হয়ত এমন এক ব্যক্তির কাছে পৌছাবে, যে এ বাণীকে তার থেকে বেশী মুখস্থ রাখতে পারবে।'

٥٢. بَابُ الْعِلْمُ قَبْلَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ لِقَوْلِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ فَاعْلَمْ اَنَّهُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ ، فَبَدَاَ بِالْعِلْمِ، وَاَنَّ الْعُلَمَاءَ هُمْ وَرَثَةُ الْاَنْبِيَاءِ – وَرَّثُوا الْعِلْمَ مَنْ اَخَذَهُ اَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَطْلُبُ بِهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللّٰهُ لَهُ طَرِيْقًا اِلَى الْجَنَّةِ ، وَقَالَ جَلَّ ذِكْرُهُ ، اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا وَقَالَ وَمَا يَعْقِلُهَا اِلاَّ الْعَالِمُوْنَ ، وَقَالَ وَقَالُوْا لَوْكُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِىْ اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ ، وَقَالَ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لاَ يَعْلَمُوْنَ ، وَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ بِهٖ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ وَاِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ وَقَالَ اَبُوْذَرٍّ لَوْوَضَعْتُمُ الصَّمْصَامَةَ عَلٰى هٰذِهٖ وَاَشَارَ اِلٰى قَفَاهُ ثُمَّ ظَنَنْتُ اَنِّىْ اُنْفِذُ كَلِمَةً سَمِعْتُهَا مِنَ النَّبِىِّ ﷺ قَبْلَ اَنْ تُجِيْزُوْا عَلَىَّ لاَنْفَذْتُهَا وَقَوْلِ النَّبِىِّ ﷺ لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كُوْنُوْا رَبَّانِيِّيْنَ حُكَمَاءَ عُلَمَاءَ فُقَهَاءَ، وَيُقَالُ الرَّبَّانِىُّ الَّذِىْ يُرَبِّى النَّاسَ بِصِغَارِ الْعِلْمِ قَبْلَ كِبَارِهٖ –

৫২. পরিচ্ছেদ ঃ কথা ও আমলের পূর্বে ইলম জরুরী

আল্লাহ্ তা'আলার ইরশাদ ঃ فَاعْلَمْ اَنَّهُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ "সুতরাং জেনে রাখ, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নেই।' (৪৭ ঃ ১৯)

এখানে আল্লাহ্ তা'আলা ইলমের কথা আগে বলেছেন। আলিমগণই নবীগণের ওয়ারিস। তাঁরা ইলমের ওয়ারিস হয়েছেন। তাই যে ইলম হাসিল করে সে বিরাট অংশ লাভ করে। আর যে ব্যক্তি ইলম হাসিলের উদ্দেশ্যে পথ চলে, আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا

'আল্লাহ্র বান্দাদের মধ্যে আলিমগণই তাঁকে ভয় করে (৩৫ঃ ২৮)। আল্লাহ্ তা'আলা আরো ইরশাদ করেন ঃ وَمَا يَعْقِلُهَا اِلاَّ الْعَالِمُوْنَ "আলিমগণ ছাড়া তা কেউ বুঝে না।" অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَقَالُوْا لَوْكُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِىْ اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ

banglainternet.com

তারা বলবে, 'যদি আমরা শুনতাম অথবা বিবেক–বুদ্ধি প্রয়োগ করতাম, তাহলে আমরা জাহান্নামী হতাম না (৬৭ ঃ ১০)। আরো ইরশাদ করেন ঃ

هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لاَ يَعْلَمُوْنَ

"বল, যাদের ইল্‌ম আছে এবং যাদের ইল্‌ম নেই তারা কি সমপর্যায়ের ?' (৩৯ ঃ ৯)

নবী করীম ﷺ বলেন ঃ আল্লাহ্ যার কল্যাণ চান তাকে দীনের জ্ঞান দান করেন। আর অধ্যয়নের মাধ্যমেই ইল্‌ম অর্জিত হয়। আবূ যর (রা) তাঁর ঘাড়ের দিকে ইশারা করে বলেন, যদি তোমরা এখানে তরবারী ধর, এরপর আমি বুঝতে পারি যে, তোমরা আমার ওপর সে তরবারী চালাবার আগে আমি একটু কথা বলতে পারব, যা নবী করীম ﷺ থেকে শুনেছি, তবে অবশ্যই আমি তা বলে ফেলব। নবী করীম ﷺ–এর বাণী ঃ উপস্থিত ব্যক্তি যেন অনুপস্থিত ব্যক্তির কাছে (আমার বাণী) পৌঁছে দেয়। ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) বলেন, كونوا ربربانيين (তোমরা রব্বানী হও)। এখানে ربانيين মানে প্রজ্ঞাবান, আলিম ও ফকীহ্‌গণ। আরো বলা হয় ربانى সে ব্যক্তিকে বলা হয় যিনি মানুষকে জ্ঞানের বড় বড় বিষয়ের পূর্বে ছোট ছোট বিষয় শিক্ষা দিয়ে গড়ে তোলেন।

٥٣ . بَابُ مَا كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَتَخَوَّلُهُمْ بِالْمَوْعِظَةِ وَالْعِلْمِ كَىْ لاَ يَنْفِرُوْا –

৫৩. পরিচ্ছেদ ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ওয়ায–নসীহতে ও ইল্‌ম শিক্ষা দানে উপযুক্ত সময়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতেন, যাতে লোকজন বিরক্ত না হয়ে পড়ে

٦٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَتَخَوَّلُنَا بِالْمَوْعِظَةِ فِى الْاَيَّامِ كَرَاهَةَ السَّاْمَةِ عَلَيْنَا .

৬৮ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইউসুফ (র).....ইব্‌ন মাস'ঊদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ আমাদের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রেখে নির্দিষ্ট দিনে ওয়ায-নসীহত করতেন, আমরা যাতে বিরক্ত না হই।

٦٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُو التَّيَّاحِ عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ يَسِّرُوْا وَلاَ تُعَسِّرُوْا وَبَشِّرُوْا وَلاَ تُنَفِّرُوْا .

৬৯ মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র).....আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা (দীনের ব্যাপারে) সহজ পন্থা অবলম্বন করবে, কঠিন পন্থা অবলম্বন করবে না, মানুষকে সুসংবাদ শোনাবে, বিরক্তি সৃষ্টি করবে না।

٥٤ . بَابٌ مَنْ جَعَلَ لِاَهْلِ الْعِلْمِ اَيَّامًا مَعْلُوْمَةً –

৫৪. পরিচ্ছেদ ঃ ইল্‌ম শিক্ষার্থীদের জন্য দিন নির্দিষ্ট করা

٧٠ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللّٰهِ يُذَكِّرُ النَّاسَ

banglainternet.com

فِيْ كُلِّ خَمِيْسٍ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ لَوَدِدْتُ اَنَّكَ ذَكَّرْتَنَا كُلَّ يَوْمٍ قَالَ اَمَا اِنَّهُ يَمْنَعُنِيْ مِنْ ذٰلِكَ اَنِّيْ اَكْرَهُ اَنْ اُمِلَّكُمْ وَاِنِّيْ اَتَخَوَّلُكُمْ بِالْمَوْعِظَةِ كَمَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَخَوَّلُنَا بِهَا مَخَافَةَ السَّآمَةِ عَلَيْنَا .

৭০ 'উসমান ইব্ন আবূ শায়বা (র).....আবূ ওয়াইল (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ ইব্ন মাস'উদ (রা) প্রতি বৃহস্পতিবার লোকদের ওয়ায-নসীহত করতেন। তাঁকে একজন বলল, ' হে আবূ 'আবদুর রহমান ! আমার মন চায়, যেন আপনি প্রতিদিন আমাদের নসীহত করেন। তিনি বললেন ঃ এ কাজ থেকে আমাকে যা বিরত রাখে তা হল, আমি তোমাদের ক্লান্ত করতে পসন্দ করি না। আর আমি নসীহত করার ব্যাপারে তোমাদের (অবস্থার) প্রতি লক্ষ্য রাখি, যেমন নবী ﷺ আমাদের প্রতি লক্ষ্য রাখতেন আমাদের ক্লান্তির আশংকায়।

٥٥. بَابُ مَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ بِهٖ خَيْرًا يُّفَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ –

৫৫. পরিচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ যার কল্যাণ চান, তাকে দীনের জ্ঞান দান করেন

٧١ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ ابْنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ قَالَ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ خَطِيْبًا يَّقُوْلُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ بِهٖ خَيْرًا يُّفَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ ، وَاِنَّمَا اَنَا قَاسِمٌ وَاللّٰهُ يُعْطِيْ ، وَلَنْ تَزَالَ هٰذِهِ الْاُمَّةُ قَائِمَةً عَلٰى اَمْرِ اللّٰهِ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتّٰى يَاْتِيَ اَمْرُ اللّٰهِ .

৭১ সাঈদ ইব্ন 'উফায়র (র).....হুমায়দ ইব্ন 'আবদুর রহমান (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি মু'আবিয়া (রা)-কে বক্তৃতারত অবস্থায় বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ্ যার কল্যাণ চান, তাকে দীনের জ্ঞান দান করেন। আমি তো কেবল বিতরণকারী, আল্লাহ্ই দানকারী। সর্বদাই এ উম্মাত কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ্র হুকুমের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে, বিরুদ্ধবাদীরা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

٥٦. بَابُ الْفَهْمِ فِى الْعِلْمِ –

৫৬. পরিচ্ছেদ ঃ ইলমের ক্ষেত্রে সঠিক অনুধাবন

٧٢ حَدَّثَنَا عَلِيُّ ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ قَالَ لِى ابْنُ اَبِىْ نَجِيْحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ صَحِبْتُ ابْنَ عُمَرَ اِلَى الْمَدِيْنَةِ فَلَمْ اَسْمَعْهُ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِلَّا حَدِيْثًا وَّاحِدًا قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَاُتِيَ بِجُمَّارٍ فَقَالَ اِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً مَثَلُهَا كَمَثَلِ الْمُسْلِمِ فَاَرَدْتُ اَنْ اَقُوْلَ هِيَ النَّخْلَةُ فَاِذَا اَنَا اَصْغَرُ الْقَوْمِ فَسَكَتُّ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ هِيَ النَّخْلَةُ .

banglainternet.com

৭২ 'আলী ইব্ন 'আবদুল্লাহ (র).....মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি সফরে মদীনা পর্যন্ত

ইব্‌ন 'উমর (রা)-এর সঙ্গে ছিলাম। এ সময়ে তাঁকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে একটি মাত্র হাদীস রেওয়ায়েত করতে শুনেছি। তিনি বলেন, আমরা একবার নবী ﷺ-এর কাছে ছিলাম। তখন তাঁর নিকট খেজুর গাছের মাথি আনা হল। তারপর তিনি বললেন ঃ গাছপালার মধ্যে এমন একটি গাছ আছে, যার দৃষ্টান্ত মুসলিমের ন্যায়। তখন আমি বলতে চাইলাম যে, তা হল খেজুর গাছ, কিন্তু আমি ছিলাম উপস্থিত সবার চাইতে বয়সে ছোট। তাই চুপ করে রইলাম। তখন নবী ﷺ বললেন ঃ 'গাছটি হলো খেজুর গাছ।'

٥٧. بَابُ الْاِغْتِبَاطِ فِي الْعِلْمِ وَالْحِكْمَةِ ، وَقَالَ عُمَرُ تَفَقَّهُوْا قَبْلَ اَنْ تُسَوَّدُوْا وَقَالَ اَبُوْ عَبْدُ اللّٰهِ وَبَعْدَ اَنْ تُسَوَّدُوْا وَقَدْ تَعَلَّمَ اَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ بَعْدَ كِبَرِ سِنِّهِمْ -

৫৭. পরিচ্ছেদ ঃ ইল্‌ম ও হিকমতের ক্ষেত্রে সমতুল্য হওয়ার আগ্রহ

'উমর (রা) বলেন, তোমরা নেতৃত্ব লাভের আগেই জ্ঞান হাসিল করে নাও। আবূ 'আবদুল্লাহ্ (বুখারী) বলেন, আর নেতা বানিয়ে দেওয়ার পরও, কেননা নবী ﷺ –এর সাহাবীগণ বয়োবৃদ্ধকালেও ইল্‌ম শিক্ষা করেছেন

٧٢ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِيْ اِسْمٰعِيْلُ بْنُ اَبِيْ خَالِدٍ عَلٰى غَيْرِمَاحَدَّثَنَاهُ الزُّهْرِيُّ قَالَ سَمِعْتُ قَيْسَ بْنَ اَبِيْ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَاللّٰهِ بْنَ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَاحَسَدَ اِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ مَالًا فَسَلَّطَهُ عَلٰى هَلَكَتِهٖ فِي الْحَقِّ، وَرَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِيْ بِهَا وَيُعَلِّمُهَا .

৭৩ হুমায়দী (র).....আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ কেবলমাত্র দু'টি ব্যাপারেই ঈর্ষা করা যায়; (১) সে ব্যক্তির উপর, যাকে আল্লাহ্ তা'আলা সম্পদ দিয়েছেন, এরপর তাকে হক পথে অকাতরে ব্যয় করার ক্ষমতা দেন; (২) সে ব্যক্তির উপর, যাকে আল্লাহ্ তা'আলা হিকমত দান করেছেন, এরপর সে তার সাহায্যে ফায়সালা করে ও তা শিক্ষা দেয়।

٥٨. بَابُ مَا ذُكِرَ فِيْ ذَهَابِ مُوْسٰى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ فِي الْبَحْرِ اِلَى الْخَضِرِ وَقَوْلِهٖ تَعَالٰى هَلْ اَتَّبِعُكَ عَلٰى اَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا -

৫৮. পরিচ্ছেদ ঃ সমুদ্রে খিযর (আ)–এর কাছে মূসা (আ)–এর যাওয়া আর আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ هَلْ اَتَّبِعُكَ عَلٰى اَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا (আমি কি আপনার অনুসরণ করব এ শর্তে যে, সত্য পথের যে জ্ঞান আপনাকে দান করা হয়েছে তা থেকে আমাকে শিক্ষা দেবেন)। (১৮ ঃ ৬৬)

٧٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غُرَيْرِ الزُّهْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ عَنْ صَالِحٍ يَعْنِي ابْنِ كَيْسَانَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَ اَنَّ عُبَيْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ اَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ تَمَارٰى هُوَ وَالْحُرُّ بْنُ قَيْسٍ

banglainternet.com

بْنِ حِصْنٍ الْفَزَارِيُّ فِيْ صَاحِبِ مُوْسٰى قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ هُوَ خَضِرٌ فَمَرَّ بِهِمَا اُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ فَدَعَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ اِنِّيْ تَمَارَيْتُ اَنَا وَصَاحِبِيْ هٰذَا فِيْ صَاحِبِ مُوْسٰى الَّذِيْ سَاَلَ مُوْسٰى السَّبِيْلَ اِلٰى لُقِيِّهِ هَلْ سَمِعْتَ النَّبِيَّ ﷺ يَذْكُرُ شَانَهُ قَالَ نَعَمْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ بَيْنَمَا مُوْسٰى فِيْ مَلَاءٍ مِنْ بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ هَلْ تَعْلَمُ اَحَدًا اَعْلَمَ مِنْكَ قَالَ مُوْسٰى لَا فَاَوْحَى اللّٰهُ اِلٰى مُوْسٰى بَلٰى عَبْدُنَا خَضِرٌ فَسَاَلَ مُوْسٰى السَّبِيْلَ اِلَيْهِ فَجَعَلَ اللّٰهُ لَهُ الْحُوْتَ اٰيَةً وَقِيْلَ لَهُ اِذَا فَقَدْتَ الْحُوْتَ فَارْجِعْ فَاِنَّكَ سَتَلْقَاهُ وَكَانَ يَتَّبِعُ اَثَرَ الْحُوْتِ فِي الْبَحْرِ فَقَالَ لِمُوْسٰى فَتَاهُ اَرَاَيْتَ اِذْ اَوَيْنَا اِلَى الصَّخْرَةِ فَاِنِّيْ نَسِيْتُ الْحُوْتَ وَمَا اَنْسَانِيْهُ اِلَّا الشَّيْطٰنُ اَنْ اَذْكُرَهُ ..... قَالَ ذٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّا عَلٰى اٰثَارِهِمَا قَصَصًا فَوَجَدَا خَضِرًا فَكَانَ مِنْ شَاْنِهِمَا مَا قَصَّ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ فِيْ كِتَابِهِ .

৭৪ মুহাম্মদ ইব্ন গুরায়র আয-যুহরী (র).....ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি এবং হুর ইব্ন কায়স ইব্ন হিসন আল-ফাযারী মূসা (আ)-এর সঙ্গি সম্পর্কে বাদানুবাদ করছিলেন। ইব্ন আব্বাস (রা) বললেন, তিনি ছিলেন খিযর। ঘটনাক্রমে তখন তাদের পাশ দিয়ে উবাঈ ইব্ন কা'ব (রা) যাচ্ছিলেন। ইব্ন 'আব্বাস (রা) তাঁকে ডেকে বললেন ঃ আমি ও আমার এ ভাই মতবিরোধ পোষণ করছি মূসা (আ)-এর সেই সঙ্গীর ব্যাপারে যাঁর সাথে সাক্ষাত করার জন্য মূসা (আ) আল্লাহ্‌র কাছে পথের সন্ধান চেয়েছিলেন--আপনি কি নবী ﷺ -কে তাঁর সম্পর্কে কিছু বলতে শুনেছেন ? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমি নবী ﷺ -কে বলতে শুনেছি, একবার মূসা (আ) বনী ইসরাঈলের কোন এক মজলিসে হাযির ছিলেন। তখন তাঁর কাছে এক ব্যক্তি এসে বলল, 'আপনি কাউকে আপনার চেয়ে অধিক জ্ঞানী বলে জানেন কি ?' মূসা (আ) বললেন, 'না।' তখন আল্লাহ্ তা'আলা মূসা (আ)-এর কাছে ওহী পাঠালেন ঃ হ্যাঁ, আমার বান্দা খিযর।' অতঃপর মূসা (আ) তাঁর সাথে সাক্ষাত করার রাস্তা জানতে চাইলেন। আল্লাহ্ তা'আলা মাছকে তার জন্য নিশানা বানিয়ে দিলেন এবং তাঁকে বলা হল, তুমি যখন মাছটি হারিয়ে ফেলবে তখন ফিরে আসবে। কারণ, কিছুক্ষণের মধ্যেই তুমি তাঁর সাক্ষাত পাবে। তখন তিনি সমুদ্রে সে মাছের নিশানা অনুসরণ করতে লাগলেন। মূসা (আ)-কে তাঁর সঙ্গী যুবক বললেন, (কুরআন মজীদের ভাষায় ঃ)

اَرَاَيْتَ اِذْ اَوَيْنَا اِلَى الصَّخْرَةِ فَاِنِّيْ نَسِيْتُ الْحُوْتَ وَمَا اَنْسَانِيْهُ اِلَّا الشَّيْطٰنُ اَنْ اَذْكُرَهُ ..... قَالَ ذٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّا عَلٰى اٰثَارِهِمَا قَصَصًا .

আপনি কি লক্ষ্য করেছেন আমরা যখন পাথরের কাছে বিশ্রাম নিচ্ছিলাম তখন আমি মাছের কথা ভুলে গিয়েছিলাম ? শয়তান তার কথা আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছিল।.....মূসা বললেন, আমরা তো সে স্থানটিরই অনুসন্ধান করছিলাম। এরপর তারা নিজেদের পদচিহ্ন ধরে ফিরে চলল। (১৮ ঃ ৬৩-৬৪)

তাঁরা খিযরকে পেলেন। তাদের ঘটনা তা-ই, যা আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কিতাবে বর্ণনা করেছেন।

banglainternet.com

٥٩. بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ اَللّٰهُمَّ عَلِّمْهُ الْكِتَابَ –

৫৯. পরিচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ –এর উক্তি ঃ হে আল্লাহ্ ! আপনি তাকে কিতাব শিক্ষা দিন

٧٥ حَدَّثَنَا اَبُوْ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ ضَمَّنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقَالَ اَللّٰهُمَّ عَلِّمْهُ الْكِتَابَ .

৭৫ আবূ মা'মার (র).....ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একবার আমাকে জড়িয়ে ধরে বললেন ঃ 'হে আল্লাহ্ ! আপনি তাকে কিতাব (কুরআন) শিক্ষা দিন।'

٦٠. بَابُ مَتَى يَصِحُّ سِمَاعُ الصَّغِيْرِ –

৬০. পরিচ্ছেদ ঃ বালকদের কোন্ বয়সের শোনা কথা গ্রহণীয়

٧٦ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ اَبِيْ اُوَيْسٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلٰى حِمَارٍ اَتَانٍ وَاَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الْاِحْتِلَامَ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّيْ بِمِنًى اِلٰى غَيْرِ جِدَارٍ فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ وَاَرْسَلْتُ الْاَتَانَ تَرْتَعُ فَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ فَلَمْ يُنْكِرْ ذٰلِكَ عَلَيَّ .

৭৬ ইসমা'ঈল (র)..... 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি বালিগ হবার নিকটবর্তী বয়সে একবার একটি মাদী গাধার উপর সওয়ার হয়ে এলাম। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তখন কোন দেওয়াল সামনে না রেখেই মিনায় সালাত আদায় করছিলেন। তখন আমি কোন এক কাতারের সামনে দিয়ে গেলাম এবং মাদী গাধাটিকে চরে খাওয়ার জন্য ছেড়ে দিলাম। আমি কাতারের ভেতর ঢুকে পড়লাম কিন্তু এতে কেউ আমাকে নিষেধ করলেন না।

٧٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُسْهِرٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنِي الزُّبَيْدِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مَحْمُوْدِ بْنِ الرَّبِيْعِ قَالَ عَقَلْتُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ مَجَّةً مَجَّهَا فِيْ وَجْهِيْ وَاَنَا ابْنُ خَمْسِ سِنِيْنَ مِنْ دَلْوٍ .

৭৭ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইউসুফ (র).....মাহমূদ ইবনুর-রাবী' (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার মনে আছে, নবী ﷺ একবার বালতি থেকে পানি নিয়ে আমার মুখমণ্ডলে কুলি করে দিয়েছিলেন, তখন আমি ছিলাম পাঁচ বছরের বালক।

٦١. بَابُ الْخُرُوْجِ فِيْ طَلَبِ الْعِلْمِ –

وَرَحَلَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ مَسِيْرَةَ شَهْرٍ اِلٰى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اُنَيْسٍ فِيْ حَدِيْثٍ وَاحِدٍ

৬১. পরিচ্ছেদ ঃ ইল্‌ম হাসিলের জন্য বের হওয়া

জাবির ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ্ (রা) একটি মাত্র হাদীসের জন্য 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উনায়স (রা)–এর কাছে এক মাসের পথ সফর করে গিয়েছিলেন।

banglainternet.com

(আ) বললেন ঃ ذٰلِكَ مَاكُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّا عَلٰى اٰثَارِهِمَا قَصَصًا "আমরা সে স্থানটির অনুসন্ধান করছিলাম।" (১৮ ঃ ৬৪)

তারপর তাঁরা নিজেদের পদচিহ্ন ধরে ফিরে চললেন। শেষে তাঁরা খিযর (আ)-কে পেয়ে গেলেন। তাঁদের (পরবর্তী) ঘটনা আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কিতাবে বর্ণনা করেছেন।

٦٢. بَابُ فَضْلِ مَنْ عَلِمَ وَعَلَّمَ -

৬২. পরিচ্ছেদ ঃ ইলম শিক্ষার্থী ও শিক্ষাদাতার ফযীলত

٧٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ اُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَثَلُ مَا بَعَثَنِىَ اللّٰهُ بِهٖ مِنَ الْهُدٰى وَالْعِلْمِ كَمَثَلِ الْغَيْثِ الْكَثِيْرِ اَصَابَ اَرْضًا فَكَانَ مِنْهَا نَقِيَّةٌ قَبِلَتِ الْمَاءَ فَاَنْبَتَتِ الْكَلَاءَ وَالْعُشْبَ الْكَثِيْرَ وَكَانَتْ مِنْهَا اَجَادِبُ اَمْسَكَتِ الْمَاءَ فَنَفَعَ اللّٰهُ بِهَا النَّاسَ فَشَرِبُوْا وَسَقَوْا وَزَرَعُوْا وَاَصَابَتْ مِنْهَا طَائِفَةً اُخْرٰى اِنَّمَا هِىَ قِيْعَانٌ لَاتُمْسِكُ مَاءً وَ لَاتُنْبِتُ كَلَاءً فَذٰلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقِهَ فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ وَ نَفَعَهُ مَا بَعَثَنِىَ اللّٰهُ بِهٖ فَعَلِمَ وَ عَلَّمَ وَ مَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذٰلِكَ رَاْسًا وَ لَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللّٰهِ الَّذِىْ اُرْسِلْتُ بِهٖ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اِسْحٰقُ عَنْ اَبِىْ اُسَامَةَ وَ كَانَ مِنْهَا طَائِفَةٌ قَبِلَتِ الْمَاءَ قَاعٌ يَعْلُوْهُ الْمَاءُ وَ الصَّفْصَفُ الْمُسْتَوِىْ مِنَ الْاَرْضِ .

৭৯ মুহাম্মদ ইব্‌নুল-'আলা (র).....আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে যে হিদায়ত ও ইলম দিয়ে পাঠিয়েছেন তার দৃষ্টান্ত হল যমীনের উপর পতিত প্রবল বৃষ্টির ন্যায়। কোন কোন ভূমি থাকে উর্বর যা সে পানি শুষে নিয়ে প্রচুর পরিমাণে ঘাসপাতা এবং সবুজ তরুলতা উৎপাদন করে। আর কোন কোন ভূমি থাকে কঠিন যা পানি আটকে রাখে। পরে আল্লাহ্ তা'আলা তা দিয়ে মানুষের উপকার করেন; তারা নিজেরা পান করে ও (পশুপালকে) পান করায় এবং তার দ্বারা চাষাবাদ করে। আবার কোন কোন জমি আছে যা একেবারে মসৃণ ও সমতল; তা না পানি আটকে রাখে, আর না কোন ঘাসপাতা উৎপাদন করে। এই হল সে ব্যক্তির দৃষ্টান্ত যে দীনের জ্ঞান লাভ করে এবং আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে যা দিয়ে প্রেরণ করেছেন তাতে সে উপকৃত হয়। ফলে সে নিজে শিক্ষা করে এবং অপরকে শিক্ষা দেয়। আর সে ব্যক্তিরও দৃষ্টান্ত –যে সে দিকে মাথা তুলে তাকায়ই না এবং আল্লাহ্‌র যে হিদায়ত নিয়ে আমি প্রেরিত হয়েছি, তা গ্রহণও করে না।

আবূ 'আবদুল্লাহ্ (বুখারী) (র) বলেন ঃ ইসহাক (র) আবূ উসামা (র) থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ তিনি قَبِلَتْ এর স্থলে قَيَّلَتْ (আটকিয়ে রাখে) ব্যবহার করেছেন। قاع হল এমন ভূমি যার উপর পানি জমে থাকে। আর الصفصف হল সমতল ভূমি।

banglainternet.com

٦٣. بَابُ رَفْعِ الْعِلْمِ وَظُهُوْرِ الْجَهْلِ وَقَالَ رَبِيْعَةُ لاَ يَنْبَغِيْ لِاَحَدٍ عِنْدَهُ شَيْئٌ مِنَ الْعِلْمِ اَنْ يُضَيِّعَ نَفْسَهُ –

৬৩. পরিচ্ছেদ ঃ ইলমের বিলুপ্তি ও মূর্খতার প্রসার

রাবী'আ (র) বলেন, 'যার কাছে কিছুমাত্র ইলম আছে, তার উচিত নয় নিজেকে অপমানিত করা

٨٠ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ اَبِي التَّيَّاحِ عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ مِنْ اَشْرَاطِ السَّاعَةِ اَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ وَيَثْبُتَ الْجَهْلُ ، وَيُشْرَبَ الْخَمْرُ وَ يَظْهَرَ الزِّنَا .

৮০ ইমরান ইব্‌ন মায়সারা (র).....আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন যে, কিয়ামতের কিছু নিদর্শন হল ঃ ইলম লোপ পাবে, অজ্ঞতার বিস্তৃতি ঘটবে, মদপান ব্যাপক হবে এবং ব্যভিচার ছড়িয়ে পড়বে।

٨١ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ قَالَ لَاُحَدِّثَنَّكُمْ حَدِيْثًا لاَيُحَدِّثُكُمْ اَحَدٌ بَعْدِيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مِنْ اَشْرَاطِ السَّاعَةِ ، اَنْ يُقَلَّ الْعِلْمُ وَ يَظْهَرَ الْجَهْلُ . وَيَظْهَرَ الزِّنَا ، وَتَكْثُرَ النِّسَاءُ ، وَيَقِلَّ الرِّجَالُ ، حَتّٰى يَكُوْنَ لِخَمْسِيْنَ امْرَاَةً الْقَيِّمُ الْوَاحِدُ .

৮১ মুসাদ্দাদ (র).....আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি তোমাদের এমন একটি হাদীস বর্ণনা করব যা আমার পর তোমাদের কাছে আর কেউ বর্ণনা করবে না। আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, কিয়ামতের কিছু নিদর্শন হল ঃ ইলম কমে যাবে, অজ্ঞতার প্রসার ঘটবে, ব্যভিচার ছড়িয়ে পড়বে, স্ত্রীলোকের সংখ্যা বেড়ে যাবে এবং পুরুষের সংখ্যা কমে যাবে, এমনকি প্রতি পঞ্চাশজন স্ত্রীলোকের জন্য মাত্র একজন পুরুষ হবে তত্ত্বাবধায়ক।

٦٤. بَابُ فَضْلِ الْعِلْمِ –

৬৪. পরিচ্ছেদ ঃ ইল্‌মের ফযীলত

٨٢ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِيْ عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ بَيْنَا اَنَا نَائِمٌ اُتِيْتُ بِقَدَحِ لَبَنٍ فَشَرِبْتُ حَتّٰى اَنِّيْ لَاَرَى الرِّيَّ يَخْرُجُ فِيْ اَظْفَارِيْ ، ثُمَّ اَعْطَيْتُ فَضْلِيْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، قَالُوْا فَمَا اَوَّلْتَهُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ الْعِلْمَ .

৮২ সা'ঈদ ইব্‌ন 'উফায়র (র).....ইব্‌ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, একবার আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। তখন (স্বপ্নে) আমার কাছে এক পিয়ালা দুধ আনা হল। আমি তা পান করলাম (তার পরিতৃপ্তি আমার সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়ল।) এমনকি আমার মনে হতে লাগল যে,

banglainternet.com

সে পরিতৃপ্তি আমার নখ দিয়ে বের হচ্ছে। এরপর যেটুকু অবশিষ্ট ছিল, তা আমি 'উমর ইব্‌নুল-খাত্তাবকে দিলাম। সাহাবায়ে কিরাম জানতে চাইলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌ ! আপনি এ স্বপ্নের কী তা'বীর করেন ? তিনি জওয়াবে বললেন ঃ তা হল 'ইল্‌ম।

٦٥. بَابُ الْفُتْيَا وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى ظَهْرِ الدَّابَّةِ أَوْ غَيْرِهَا –

৬৫. পরিচ্ছেদ ঃ প্রাণী বা অন্য বাহনে আসীন অবস্থায় ফতোয়া দেওয়া

٨٣ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عِيْسَى بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَقَفَ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِمِنًى لِلنَّاسِ يَسْأَلُوْنَهُ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَمْ اَشْعُرْ فَحَلَقْتُ قَبْلَ اَنْ اَذْبَحَ فَقَالَ اذْبَحْ وَلَا حَرَجَ فَجَاءَ اٰخَرُ فَقَالَ لَمْ اَشْعُرْ فَنَحَرْتُ قَبْلَ اَنْ اَرْمِيَ قَالَ ارْمِ وَلَا حَرَجَ فَمَا سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلَا اُخِّرَ اِلَّا قَالَ افْعَلْ وَلَا حَرَجَ .

৮৩ ইসমা'ঈল (র).....'আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন 'আমর ইব্‌ন 'আস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ বিদায় হজ্জের দিনে মিনায় মানুষের (প্রশ্নের উত্তর দানের) জন্য (বাহনের উপর) বসা ছিলেন। লোকে তাঁর কাছে বিভিন্ন মাসআলা জিজ্ঞাসা করছিল। এক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে বলল, আমি ভুলবশত কুরবানী করার আগেই মাথা মুড়িয়ে ফেলেছি। তিনি বললেন ঃ যবেহ কর, কোন ক্ষতি নেই। আর এক ব্যক্তি এসে বলল, আমি ভুলবশত কঙ্কর নিক্ষেপের আগেই কুরবানী করে ফেলেছি। তিনি বললেন ঃ কঙ্কর ছুঁড়ো, কোন অসুবিধা নেই।

'আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন 'আমর (র) বলেন, 'নবী ﷺ-কে সে দিন আগে বা পরে করা যে কাজ সম্পর্কেই জিজ্ঞাসা করা হচ্ছিল, তিনি একথাই বলছিলেন ঃ কর, কোন ক্ষতি নেই।

٦٦. بَابُ مَنْ اَجَابَ الْفُتْيَا بِاِشَارَةِ الْيَدِ وَالرَّأْسِ –

৬৬. পরিচ্ছেদ ঃ হাত ও মাথার ইশারায় মাসআলার জওয়াব দান

٨٤ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ فِيْ حَجَّتِهِ فَقَالَ ذَبَحْتُ قَبْلَ اَنْ اَرْمِيَ قَالَ فَاَوْمَأَ بِيَدِهِ قَالَ وَلَا حَرَجَ وَقَالَ حَلَقْتُ قَبْلَ اَنْ اَنْحَرَ فَاَوْمَأَ بِيَدِهِ وَلَا حَرَجَ .

৮৪ মূসা ইব্‌ন ইসমা'ঈল (র).....ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, হজ্জের সময় নবী ﷺ-কে (নানা বিষয়ে) জিজ্ঞাসা করা হল। কোন একজন বলল ঃ আমি কঙ্কর নিক্ষেপের পূর্বেই যবেহ করে ফেলেছি। ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ হাত দিয়ে ইশারা করে বললেন ঃ কোন অসুবিধা নেই। আর এক ব্যক্তি বলল ঃ আমি যবেহ করার পূর্বে মাথা মুড়িয়ে ফেলেছি। তিনি হাত দিয়ে ইশারা করলেন ঃ কোন অসুবিধা নেই (যেহেতু ভুলবশতঃ করা হয়েছে)।

banglainternet.com

٨٥ حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ ابْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ اَبِيْ سُفْيَانَ عَنْ سَالِمٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يُقْبَضُ الْعِلْمُ ، وَيَظْهَرُ الْجَهْلُ وَالْفِتَنُ ، وَيَكْثُرُ الْهَرْجُ ، قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا الْهَرْجُ ، فَقَالَ هٰكَذَا بِيَدِهِ فَحَرَّفَهَا كَاَنَّهُ يُرِيْدُ الْقَتْلَ .

৮৫ মাক্কী ইব্ন ইবরাহীম (র).....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন ঃ (শেষ যামানায়) 'ইলম তুলে নেওয়া হবে, অজ্ঞতা ও ফিতনার প্রসার ঘটবে এবং 'হারাজ' বেড়ে যাবে। জিজ্ঞাসা করা হল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! 'হারাজ' কী ? তিনি হাত দিয়ে ইশারা করে বললেন ঃ 'এ রকম'। যেন তিনি এর দ্বারা 'হত্যা' বুঝিয়েছিলেন।

٨٦ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ اَسْمَاءَ قَالَتْ اَتَيْتُ عَائِشَةَ وَهِيَ تُصَلِّيْ فَقُلْتُ مَاشَاْنُ النَّاسِ فَاَشَارَتْ اِلَى السَّمَاءِ فَاِذَا النَّاسُ قِيَامٌ فَقَالَتْ سُبْحَانَ اللّٰهِ قُلْتُ اٰيَةٌ . فَاَشَارَتْ بِرَاْسِهَا اَىْ نَعَمْ فَقُمْتُ حَتّٰى تَجَلَّانِيَ الْغَشْيُ فَجَعَلْتُ اَصُبُّ عَلٰى رَاْسِيَ الْمَاءَ فَحَمِدَ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ النَّبِيُّ ﷺ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ مَا مِنْ شَيْئٍ لَمْ اَكُنْ اُرِيْتُهُ اِلاَّ رَاَيْتُهُ فِيْ مَقَامِيْ هٰذَا حَتَّى الْجَنَّةَ وَالنَّارَ ، فَاُوْحِيَ اِلَيَّ اَنَّكُمْ تُفْتَنُوْنَ فِيْ قُبُوْرِكُمْ مِثْلَ اَوْ قَرِيْبَ لاَ اَدْرِيْ اَيَّ ذٰلِكَ قَالَتْ اَسْمَاءُ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ ، يُقَالُ مَا عِلْمُكَ بِهٰذَا الرَّجُلِ فَاَمَّا الْمُؤْمِنُ اَوِ الْمُوْقِنُ لاَ اَدْرِيْ بِاَيِّهِمَا قَالَتْ اَسْمَاءُ فَيَقُوْلُ هُوَ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَالْهُدٰى فَاَجَبْنَا وَاتَّبَعْنَا هُوَ مُحَمَّدٌ ثَلاَثًا فَيُقَالُ نَمْ صَالِحًا قَدْ عَلِمْنَا اِنْ كُنْتَ لَمُوْقِنًا بِهِ ، وَاَمَّا الْمُنَافِقُ اَوِ الْمُرْتَابُ لاَ اَدْرِيْ اَيَّ ذٰلِكَ قَالَتْ اَسْمَاءُ فَيَقُوْلُ لاَ اَدْرِيْ سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُوْلُوْنَ شَيْئًا فَقُلْتُهُ .

৮৬ মূসা ইব্ন ইসমা'ঈল (র).....আসমা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি আয়িশা (রা)-এর কাছে এলাম, তিনি তখন সালাত আদায় করছিলেন। আমি বললাম, 'মানুষের কি হয়েছে ?' তিনি আকাশের দিকে ইঙ্গিত করলেন (দেখ, সূর্য গ্রহণ লেগেছে)। তখন সকল লোক (সালাতে কুসূফ আদায়ের জন্য) দাঁড়িয়ে রয়েছে। আয়িশা (রা) বললেন, সুবহানাল্লাহ! আমি বললাম, এটা কি কোন নিদর্শন? তিনি মাথা দিয়ে ইশারা করলেন, 'হ্যাঁ।' এরপর আমি (সালাতে) দাঁড়িয়ে গেলাম। এমনকি (সালাত এত দীর্ঘ ছিল যে,) আমার বেহুঁশ হয়ে পড়ার উপক্রম হল। তাই আমি মাথায় পানি ঢালতে লাগলাম। পরে (সালাত শেষে) নবী ﷺ আল্লাহ্র হাম্‌দ ও সানা বর্ণনা করলেন। এরপর বললেন ঃ যা কিছু আমাকে ইতিপূর্বে দেখানো হয়নি, তা আমি আমার এ স্থানেই দেখতে পেয়েছি। এমনকি জান্নাত এবং জাহান্নামও দেখেছি। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা আমার কাছে ওহী প্রেরণ করলেন, 'তোমাদেরকে কবরের মধ্যে পরীক্ষা করা হবে দাজ্জালের ন্যায় (কঠিন) পরীক্ষা অথবা তার কাছাকাছি।'

banglainternet.com

ফাতিমা (রা) বলেন, আসমা (রা) مثل (অনুরূপ) শব্দ বলেছিলেন, না قريب (কাছাকাছি) শব্দ, তা ঠিক আমার মনে নেই। (কবরের মধ্যে) বলা হবে, 'এ ব্যক্তি সম্পর্কে তুমি কি জান?' তখন মু'মিন ব্যক্তি বা মু'কিন

(বিশ্বাসী) ব্যক্তি [ফাতিমা (রা) বলেন] আসমা (রা) এর কোন্ শব্দটি বলেছিলেন ঠিক আমার মনে নেই, বলবে, 'তিনি মুহাম্মদ ﷺ, তিনি আল্লাহ্‌র রসূল। আমাদের কাছে মু'জিযা ও হিদায়াত নিয়ে এসেছিলেন। আমরা তা গ্রহণ করেছিলাম এবং তাঁর অনুসরণ করেছিলাম। তিনি মুহাম্মদ।' তিনবার এরূপ বলবে। তখন তাকে বলা হবে, আরামে ঘুমাও, আমরা জানতে পারলাম যে, তুমি (দুনিয়ায়) তাঁর ওপর বিশ্বাসী ছিলে। আর মুনাফিক অথবা মুরতাব (সন্দেহ পোষণকারী) ফাতিমা বলেন, আসমা কোন্‌টি বলেছিলেন, আমি ঠিক মনে করতে পারছি না – বলবে, আমি কিছুই জানি না। মানুষকে (তাঁর সম্পর্কে) কি যেন বলতে শুনেছি, তাই আমিও তাই বলেছি।

٦٧. بَابُ تَحْرِيْضِ النَّبِيِّ ﷺ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى اَنْ يَّحْفَظُوا الْاِيْمَانَ وَالْعِلْمَ وَيُخْبِرُوْا مَنْ وَّرَاءَهُمْ وَقَالَ مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ قَالَ لَنَا النَّبِيُّ ﷺ اِرْجِعُوْا اِلَى اَهْلِيْكُمْ فَعَلِّمُوْهُمْ –

৬৭. পরিচ্ছেদ ঃ আবদুল কায়স গোত্রের প্রতিনিধি দলকে ঈমান ও ইলমের হিফাযত করা এবং পরবর্তীদেরকে তা অবহিত করার ব্যাপারে নবী ﷺ–এর উৎসাহ দান।

মালিক ইব্‌নুল হুওয়াইরিস (র) বলেন, নবী ﷺ আমাদের বলেছিলেন, তোমরা তোমাদের কাওমের কাছে ফিরে যাও এবং তাদেরকে শিক্ষা দাও।

٨٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِيْ جَمْرَةَ قَالَ كُنْتُ اُتَرْجِمُ بَيْنَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَبَيْنَ النَّاسِ فَقَالَ اِنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ اَتَوُا النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ مَنِ الْوَفْدُ اَوْ مَنِ الْقَوْمُ قَالُوْا رَبِيْعَةُ فَقَالَ مَرْحَبًا بِالْقَوْمِ اَوْ بِالْوَفْدِ غَيْرَ خَزَايَا وَلاَ نَدَامٰى ، قَالُوْا اِنَّا نَاْتِيْكَ مِنْ شُقَّةٍ بَعِيْدَةٍ وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكَ هٰذَا الْحَيُّ مِنْ كُفَّارِ مُضَرَ وَلاَنَسْتَطِيْعُ اَنْ نَاْتِيَكَ اِلاَّ فِيْ شَهْرٍ حَرَامٍ فَمُرْنَا بِاَمْرٍ نُخْبِرُ بِهٖ مَنْ وَّرَاءَنَا نَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ فَاَمَرَهُمْ بِاَرْبَعٍ وَنَهَاهُمْ عَنْ اَرْبَعٍ ، اَمَرَهُمْ بِالْاِيْمَانِ بِاللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ وَحْدَهُ قَالَ هَلْ تَدْرُوْنَ مَا الْاِيْمَانُ بِاللّٰهِ وَحْدَهُ ، قَالُوْا اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ ، قَالَ شَهَادَةُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ ، وَاِقَامُ الصَّلاَةِ ، وَاِيْتَاءُ الزَّكَاةِ ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ ، وَتُعْطُوا الْخُمُسَ مِنَ الْمَغْنَمِ ، وَنَهَاهُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ ، قَالَ شُعْبَةُ رُبَّمَا قَالَ النَّقِيْرِ وَرُبَّمَا قَالَ الْمُقَيَّرِ قَالَ اِحْفَظُوْهُ وَاَخْبِرُوْهُ مَنْ وَّرَاءَكُمْ .

৮৭ 'মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র).....আবূ জামরা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইব্‌ন আব্বাস (রা) ও লোকদের মধ্যে দোভাষীর কাজ করতাম। একদিন ইব্‌ন আব্বাস (রা) বললেন, আবদুল কায়স গোত্রের প্রতিনিধি দল নবী ﷺ এর কাছে এলে, তিনি বললেন ঃ তোমরা কোন্ প্রতিনিধি দল? অথবা বললেনঃ তোমরা কোন্ গোত্রের? তারা বলল, 'রাবী'আ গোত্রের। তিনি বললেন ঃ 'মারহাবা। এ গোত্রের প্রতি অথবা

banglainternet.com

এ প্রতিনিধি দলের প্রতি, এরা কোনরূপ অপদস্থ ও লাঞ্ছিত না হয়েই এসেছে। তারা বলল, 'আমরা বহু দূর থেকে আপনার কাছে এসেছি। আর আমাদের ও আপনার মাঝে রয়েছে কাফিরদের এই 'মুযার' গোত্রের বাস। আমরা শাহ্‌র-ই-হারাম ছাড়া আপনার কাছে আসতে সক্ষম নই। সুতরাং আমাদের এমন কিছু নির্দেশ দিন, যা আমাদের পশ্চাতে যারা রয়েছে তাদের কাছে পৌঁছাতে এবং তার ওসীলায় আমরা জান্নাতে দাখিল হতে পারি।' তখন তিনি তাদের চারটি কাজের নির্দেশ দিলেন এবং চারটি কাজ থেকে নিষেধ করলেন। তাদের এক আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনার নির্দেশ দিলেন। তিনি বললেন ঃ এক আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনা কিরূপে হয় জান ? তারা বলল ঃ 'আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন।' তিনি বললেন ঃ 'তা হল এ সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ্ ছাড়া ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহ্‌র রাসূল, সালাত কায়েম করা, যাকাত দেওয়া এবং রমযান-এর সিয়াম পালন করা আর তোমরা গনীমাতের মাল থেকে এক-পঞ্চমাংশ দান করবে।' আর তাদের নিষেধ করলেন শুকনো লাউয়ের খোল, সবুজ কলস এবং আলকাতরার পালিশকৃত পাত্র ব্যবহার করতে। শু'বা বলেন, কখনও (আবূ জামরা) খেজুর গাছ থেকে তৈরী পাত্রের কথাও বলেছেন আবার তিনি কখনও (النقير)-এর স্থলে (المقير) বলেছেন। রাসূল ﷺ বললেন ঃ তোমরা এগুলো মনোযোগ সহকারে স্মরণ রাখ এবং তোমাদের পশ্চাতে যারা রয়েছে তাদের পৌঁছে দাও।

٦٨. بَابُ الرِّحْلَةِ فِي الْمَسْئَلَةِ النَّازِلَةِ وَتَعْلِيمِ أَهْلِهِ –

৬৮. পরিচ্ছেদ ঃ উদ্ভূত মাসআলার জন্য সফর করা এবং নিজের পরিজনদের শিক্ষা দেওয়া

৮৮ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَبُو الْحَسَنِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّهُ تَزَوَّجَ ابْنَةً لِأَبِي إِهَابِ بْنِ عَزِيزٍ فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُ عُقْبَةَ وَالَّتِي تَزَوَّجَ بِهَا فَقَالَ لَهَا عُقْبَةُ مَا أَعْلَمُ أَنَّكِ أَرْضَعْتِنِي وَلَا أَخْبَرْتِنِي فَرَكِبَ إِلَى رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ بِالْمَدِينَةِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ فَفَارَقَهَا عُقْبَةُ وَنَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ .

৮৮ মুহাম্মদ ইব্‌ন মুকাতিল আবুল হাসান (র)......উকবা ইব্‌নুল হারিস (রা) বর্ণনা করেন, তিনি আবূ ইহাব ইব্‌ন আযীয (র)-এর কন্যাকে বিবাহ করলে তাঁর কাছে একজন স্ত্রীলোক এসে বলল, আমি উকবা (রা)-কে এবং সে যাকে বিয়ে করেছে তাকে (আবূ ইহাবের কন্যাকে) দুধ পান করিয়েছি। উকবা (রা) তাকে বললেন ঃ আমি জানি না যে, তুমি আমাকে দুধ পান করিয়েছ। আর (ইতিপূর্বে) তুমি আমাকে একথা জানাও নি। এরপর তিনি মদীনায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে গেলেন এবং তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ এ কথার পর তুমি কিভাবে তার সঙ্গে সংসার করবে ? এরপর উকবা তাঁর স্ত্রীকে আলাদা করে দিলেন এবং সে মহিলা অন্য স্বামীর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হল।

banglainternet.com

٦٩. بَابُ التَّنَاوُبِ فِي الْعِلْمِ -

৬৯. পরিচ্ছেদ ঃ পালাক্রমে ইলম শিক্ষা করা

٨٩ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ ح قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنَا يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ ثَوْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ اَنَا وَجَارٌ لِيْ مِنَ الْاَنْصَارِ فِيْ بَنِيْ اُمَيَّةَ بْنِ زَيْدٍ وَهِيَ مِنْ عَوَالِي الْمَدِيْنَةِ وَكُنَّا نَتَنَاوَبُ النُّزُوْلَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَنْزِلُ يَوْمًا وَاَنْزِلُ يَوْمًا فَاِذَا نَزَلْتُ جِئْتُهُ بِخَبَرِ ذٰلِكَ الْيَوْمِ مِنَ الْوَحْيِ وَغَيْرِهِ وَاِذَا نَزَلَ فَعَلَ مِثْلَ ذٰلِكَ فَنَزَلَ صَاحِبِي الْاَنْصَارِيُّ يَوْمَ نَوْبَتِهِ فَضَرَبَ بَابِيْ ضَرْبًا شَدِيْدًا فَقَالَ اَثَمَّ هُوَ فَفَزِعْتُ اِلَيْهِ فَقَالَ قَدْ حَدَثَ اَمْرٌ عَظِيْمٌ ، قَالَ فَدَخَلْتُ عَلٰى حَفْصَةَ فَاِذَا هِيَ تَبْكِيْ فَقُلْتُ اَطَلَّقَكُنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَتْ لَا اَدْرِيْ ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقُلْتُ وَاَنَا قَائِمٌ اَطَلَّقْتَ نِسَائَكَ قَالَ لَا فَقُلْتُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ .

৮৯ 'আবুল ইয়ামান (র) ও ইব্‌ন ওহব (র).....উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি ও আমার এক আনসারী প্রতিবেশী বনি উমায়্যা ইব্‌ন যায়দের মহল্লায় বাস করতাম। এ মহল্লাটি ছিল মদীনার উঁচু এলাকায় অবস্থিত। আমরা দু'জনে পালাক্রমে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর খিদমতে হাযির হতাম। তিনি একদিন আসতেন আর আমি একদিন আসতাম। আমি যেদিন আসতাম, সেদিনের ওহী প্রভৃতির খবর নিয়ে তাঁকে পৌঁছে দিতাম। আর তিনি যেদিন আসতেন সেদিন তিনি অনুরূপ করতেন। এরপর একদিন আমার আনসারী সঙ্গী তাঁর পালার দিন এলেন এবং (সেখান থেকে ফিরে) আমার দরজায় খুব জোরে করাঘাত করতে লাগলেন। (আমার নাম নিয়ে) বলতে লাগলেন, তিনি কি এখানে আছেন ? আমি ঘাবড়ে গিয়ে তাঁর দিকে গেলাম। তিনি বললেন, এক বিরাট ঘটনা ঘটে গেছে [রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর স্ত্রীগণকে তালাক দিয়েছেন]। আমি তখনি (আমার কন্যা) হাফসা (রা)-এর কাছে গেলাম। তিনি তখন কাঁদছিলেন। আমি বললাম, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কি তোমাদের তালাক দিয়ে দিয়েছেন ? তিনি বললেন, 'আমি জানি না।' এরপর আমি নবী ﷺ-এর কাছে গেলাম এবং দাঁড়িয়ে থেকেই বললাম ঃ আপনি কি আপনার স্ত্রীদের তালাক দিয়েছেন ? জবাবে তিনি বললেন ঃ 'না।' আমি তখন 'আল্লাহু আকবার' বলে উঠলাম।

٧٠. بَابُ الْغَضَبِ فِي الْمَوْعِظَةِ وَالتَّعْلِيْمِ اِذَا رَاٰى مَا يُكْرَهُ -

৭০. পরিচ্ছেদ ঃ অপসন্দনীয় কিছু দেখলে ওয়ায—নসীহত বা শিক্ষাদানের সময় রাগ করা

٩٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ اَبِيْ خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ اَبِيْ حَازِمٍ عَنْ اَبِيْ مَسْعُوْدٍ الْاَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَا اَكَادُ اُدْرِكُ الصَّلٰوةَ مِمَّا يُطَوِّلُ بِنَا فُلَانٌ فَمَا رَاَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِيْ

banglainternet.com

مَوْعِظَةٍ اَشَدَّ غَضَبًا مِنْ يَوْمِئِذٍ فَقَالَ اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّكُمْ مُنَفِّرُوْنَ فَمَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ فَاِنَّ فِيْهِمَ الْمَرِيْضَ وَالضَّعِيْفَ وَذَا الْحَاجَةِ .

৯০ মুহাম্মাদ ইব্‌ন কাসীর (র).....আবূ মাস'উদ আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার এক ব্যক্তি বলল, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি সালাতে (জামাতে) শামিল হতে পারি না। কারণ অমুক ব্যক্তি আমাদের নিয়ে খুব লম্বা করে সালাত আদায় করেন। [আবূ মাস'উদ (রা) বলেন,] আমি নবী ﷺ-কে কোন ওয়াযের মজলিসে সেদিনের তুলনায় বেশী রাগান্বিত হতে দেখিনি। (রাগত স্বরে) তিনি বললেন ঃ হে লোক সকল ! তোমরা মানুষের মধ্যে বিরক্তির সৃষ্টি কর। অতএব যে লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করবে সে যেন সংক্ষেপ করে। কারণ তাদের মধ্যে রোগী, দুর্বল ও কর্মব্যস্ত লোকও থাকে।

٩١ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ الْعَقَدِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ الْمَدِيْنِىُّ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ يَزِيْدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِىِّ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ سَاَلَهُ رَجُلٌ عَنِ اللُّقْطَةِ فَقَالَ اعْرِفْ وِكَاءَهَا اَوْ قَالَ وِعَاءَهَا وَعِفَاصَهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً ثُمَّ اسْتَمْتِعْ بِهَا فَاِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَاَدِّهَا اِلَيْهِ قَالَ فَضَالَّةُ الْاِبِلِ فَغَضِبَ حَتّٰى احْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ اَوْ قَالَ احْمَرَّ وَجْهُهُ فَقَالَ وَمَا لَكَ وَلَهَا مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا تَرِدُ الْمَاءَ وَتَرْعَى الشَّجَرَ فَذَرْهَا حَتّٰى يَلْقَاهَا رَبُّهَا . قَالَ فَضَالَّةُ الْغَنَمِ قَالَ لَكَ اَوْ لِاَخِيْكَ اَوْ لِلذِّئْبِ .

৯১ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র).....যায়দ ইব্‌ন খালিদ আল-জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ-কে হারানো বস্তু প্রাপ্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। তিনি বললেন ঃ তার বাঁধনের রশি অথবা বললেন, থলে-ঝুলি ভাল করে চিনে রাখ। এরপর এক বছর পর্যন্ত তার ঘোষণা দিতে থাক। তারপর (মালিক পাওয়া না গেলে) তুমি তা ব্যবহার কর। এরপর যদি এর মালিক আসে তবে তাকে তা দিয়ে দেবে। সে বলল, 'হারানো উট পাওয়া গেলে ?' এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এমন রেগে গেলেন যে, তাঁর চেহারা মুবারক লাল হয়ে গেল। অথবা বর্ণনাকারী বলেন, তাঁর মুখমণ্ডল লাল হয়ে গেল। তিনি বললেন ঃ 'উট নিয়ে তোমার কি হয়েছে ? তার তো আছে পানির মশক ও শক্ত পা। পানির কাছে যেতে পারে এবং গাছের লতা-পাতা খেতে পারে। তাই তাকে ছেড়ে দাও, যাতে তার মালিক তাকে পেয়ে যায়।' সে বলল, 'হারানো বকরী পাওয়া গেলে?' তিনি বললেন, 'সেটি তোমার, নয়ত তোমার ভাইয়ের, নয়ত বাঘের।'

٩٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْاُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ سُئِلَ النَّبِىُّ ﷺ عَنْ اَشْيَاءَ كَرِهَهَا فَلَمَّا اُكْثِرَ عَلَيْهِ غَضِبَ ثُمَّ قَالَ لِلنَّاسِ سَلُوْنِىْ عَمَّا شِئْتُمْ فَقَالَ رَجُلٌ مَنْ اَبِىْ قَالَ اَبُوْكَ حُذَافَةُ فَقَامَ اٰخَرُ فَقَالَ مَنْ اَبِىْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ اَبُوْكَ سَالِمٌ مَوْلَى شَيْبَةَ فَلَمَّا رَاٰى عُمَرُ مَا فِىْ وَجْهِهِ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا نَتُوْبُ اِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ .

banglainternet.com

৯২ মুহাম্মদ ইব্‌নুল 'আলা (র).....আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার নবী করীম ﷺ -কে কয়েকটি অপসন্দনীয় বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল। প্রশ্নের সংখ্যা যখন বেশী হয়ে গেল, তখন তিনি রেগে গিয়ে লোকদের বললেন ঃ 'তোমরা আমার কাছে যা ইচ্ছা প্রশ্ন কর।' এক ব্যক্তি বলল, 'আমার পিতা কে?' তিনি বললেন ঃ 'তোমার পিতা হুযাফা।' আর এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, 'ইয়া রাসূলল্লাহ! আমার পিতা কে?' তিনি বললেন ঃ তোমার পিতা হল শায়বার মাওলা (আযাদকৃত গোলাম) সালিম।' তখন হযরত 'উমর (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চেহারার অবস্থা দেখে বললেন ঃ 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা মহান আল্লাহ তা'আলার কাছে তওবা করছি।'

٧١. بَابُ مَنْ بَرَكَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ عِنْدَ الْاِمَامِ اَوِ الْمُحَدِّثِ –

৭১. পরিচ্ছেদ ঃ ইমাম বা মুহাদ্দিসের সামনে হাঁটু গেড়ে বসা

٩٣ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِيْ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَرَجَ فَقَامَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ حُذَافَةَ فَقَالَ مَنْ اَبِيْ فَقَالَ اَبُوْكَ حُذَافَةُ ثُمَّ اَكْثَرَ اَنْ يَقُوْلَ سَلُوْنِيْ فَبَرَكَ عُمَرُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ فَقَالَ رَضِيْنَا بِاللّٰهِ رَبًّا ، وَ بِالْاِسْلَامِ دِيْنًا ، وَ بِمُحَمَّدٍ ﷺ نَبِيًّا ، ثَلٰثًا فَسَكَتَ .

৯৩ আবুল ইয়ামান (র).....আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বের হলেন। তখন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হুযাফা দাঁড়িয়ে বললেন, 'আমার পিতা কে?' তিনি বললেন ঃ 'তোমার পিতা হুযাফা।' এরপর তিনি বারবার বলতে লাগলেন, 'তোমরা আমার কাছে প্রশ্ন কর।' 'উমর (রা) তখন হাঁটু গেড়ে বসে বললেন ঃ 'আমরা আল্লাহকে রব হিসেবে, ইসলামকে দীন হিসেবে এবং মুহাম্মদ ﷺ-কে নবী হিসেবে সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করে নিয়েছি।' তিনি এ কথা তিনবার বললেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ নীরব হলেন।

٧٢. بَابُ مَنْ اَعَادَ الْحَدِيْثَ ثَلٰثًا لِيُفْهَمَ عَنْهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَلَا وَقَوْلُ الزُّوْرِ فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ هَلْ بَلَّغْتُ ثَلٰثًا .

৭২. পরিচ্ছেদ ঃ ভালভাবে বুঝবার জন্য কোন কথা তিনবার বলা

নবী করীম ﷺ বলেন ঃ 'মিথ্যা কথা থেকে সাবধান!' এ কথাটি তিনি বারবার বলতে লাগলেন। ইব্‌ন 'উমর (রা) বলেন, নবী ﷺ (বিদায় হজ্জে) বলেছেন ঃ আমি কি পৌঁছে দিয়েছি? একথা তিনি তিনবার বলেছেন।

٩٤ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ كَانَ اِذَا سَلَّمَ سَلَّمَ ثَلٰثًا وَاِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ اَعَادَهَا ثَلٰثًا .

banglainternet.com

৯৪ 'আবদা (র).....আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ যখন সালাম করতেন, তিনবার সালাম করতেন। আর যখন কোন কথা বলতেন তখন তা তিনবার বলতেন।

٩٥ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ كَانَ اِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ اَعَادَهَا ثَلاَثًا حَتّٰى تُفْهَمَ عَنْهُ ، وَاِذَا اَتٰى عَلٰى قَوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثَلاَثًا .

৯৫ 'আবদা ইব্ন 'আবদুল্লাহ (র).....আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ যখন কোন কথা বলতেন তখন তা তিনবার বলতেন যাতে তা বুঝে নেওয়া যায়। আর যখন তিনি কোন কওমের নিকট এসে সালাম করতেন, তাদের প্রতি তিনবার সালাম করতেন।

٩٦ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ اَبِيْ بِشْرٍ عَنْ يُوْسُفَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ تَخَلَّفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ سَفَرٍ سَافَرْنَاهُ فَاَدْرَكَنَا وَقَدْ اَرْهَقَتْنَا الصَّلاَةُ صَلاَةُ الْعَصْرِ وَ نَحْنُ نَتَوَضَّأُ فَجَعَلْنَا نَمْسَحُ عَلٰى اَرْجُلِنَا فَنَادٰى بِاَعْلٰى صَوْتِهِ وَيْلٌ لِّلاَعْقَابِ مِنَ النَّارِ مَرَّتَيْنِ اَوْ ثَلاَثًا .

৯৬ মুসাদ্দাদ (র).....আবদুল্লাহ ইব্ন 'আমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদের এক সফরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পেছনে রয়ে গেলেন। এরপর তিনি আমাদের নিকট এমন সময় পৌঁছলেন যখন আমাদের সালাতুল আসরের প্রস্তুতিতে দেরী হয়ে গিয়েছিল। আমরা ওযূ করতে গিয়ে আমাদের পা মোটামুটিভাবে পানি দিয়ে ভিজিয়ে নিচ্ছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উচ্চস্বরে ঘোষণা দিলেন ঃ 'পায়ের গোড়ালী শুকনো থাকার জন্য জাহান্নামের শাস্তি রয়েছে।' তিনি একথা দু'বার কিংবা তিনবার বললেন।

٧٣. بَابُ تَعْلِيْمِ الرَّجُلِ اَمَتَهُ وَاَهْلَهُ

৭৩. পরিচ্ছেদ ঃ আপন দাসী ও পরিবারবর্গকে শিক্ষা দান

٩٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ هُوَ ابْنُ سَلاَمٍ اَخْبَرَنَا الْمُحَارِبِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ حَيَّانَ قَالَ قَالَ عَامِرُ الشَّعْبِيُّ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلاَثَةٌ لَهُمْ اَجْرَانِ رَجُلٌ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ اٰمَنَ بِنَبِيِّهِ وَاٰمَنَ بِمُحَمَّدٍ ﷺ ، وَالْعَبْدُ الْمَمْلُوْكُ اِذَا اَدّٰى حَقَّ اللّٰهِ وَحَقَّ مَوَالِيْهِ، وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ اَمَةٌ يَطَاُهَا فَاَدَّبَهَا فَاَحْسَنَ تَاْدِيْبَهَا وَعَلَّمَهَا فَاَحْسَنَ تَعْلِيْمَهَا ثُمَّ اَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ اَجْرَانِ ، ثُمَّ قَالَ عَامِرٌ اَعْطَيْنَاكَهَا بِغَيْرِ شَيْءٍ قَدْ كَانَ يُرْكَبُ فِيْمَا دُوْنَهَا اِلَى الْمَدِيْنَةِ .

banglainternet.com

৯৭ মুহাম্মদ ইব্ন সালাম (র).....আবূ বুরদা (র), তাঁর পিতা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তিন ধরনের লোকের জন্য দুটি সওয়াব রয়েছে ঃ (১) আহলে কিতাব--যে ব্যক্তি তার নবীর ওপর

ঈমান এনেছে এবং মুহাম্মাদ ﷺ -এর উপরও ঈমান এনেছে। (২) যে ক্রীতদাস আল্লাহ্‌র হক আদায় করে এবং তার মালিকের হকও (আদায় করে)। (৩) যার একটি বাঁদী ছিল, যার সাথে সে মিলিত হত। তারপর তাকে সে সুন্দরভাবে আদব-কায়দা শিক্ষা দিয়েছে এবং ভালভাবে দীনী ইল্‌ম শিক্ষা দিয়েছে, এরপর তাকে আযাদ করে বিয়ে করেছে; তার জন্য দুটি সওয়াব রয়েছে। এরপর বর্ণনাকারী আমের (র) (তাঁর ছাত্রকে) বলেন, তোমাকে কোন কিছুর বিনিময় ছাড়াই হাদীসটি শিক্ষা দিলাম, অথচ আগে এর চাইতে ছোট হাদীসের জন্যও লোকে (দূর-দূরান্ত থেকে) সওয়ার হয়ে মদীনায় আসত।

٧٤. بَابُ عِظَةِ الْإِمَامِ النِّسَاءَ وَتَعْلِيمِهِنَّ

৭৪. পরিচ্ছেদ ঃ আলিম কর্তৃক মহিলাদের নসীহত করা ও দীনী ইলম শিক্ষা দেওয়া

٩٨ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَيُّوْبَ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ اَبِيْ رَبَاحٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ اَشْهَدُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ اَوْ قَالَ عَطَاءٌ اَشْهَدُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ وَمَعَهُ بِلَالٌ فَظَنَّ اَنَّهُ لَمْ يُسْمِعِ النِّسَاءَ فَوَعَظَهُنَّ وَاَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَجَعَلَتِ الْمَرْاَةُ تُلْقِي الْقُرْطَ وَالْخَاتَمَ وَبِلَالٌ يَاْخُذُ فِيْ طَرَفِ ثَوْبِهِ وَقَالَ اِسْمٰعِيْلُ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ اَشْهَدُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ .

৯৮ সুলায়মান ইব্‌ন হারব (র).....ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ কে সাক্ষ্য রেখে বলছি, অথবা পরবর্তী বর্ণনাকারী 'আতা (র) বলেন, আমি ইব্‌ন আব্বাসকে সাক্ষী রেখে বলছি যে, নবী করীম ﷺ (ঈদের দিন পুরুষের কাতার থেকে) বের হলেন আর তাঁর সঙ্গে ছিলেন বিলাল (রা)। রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ মনে করলেন যে, দূরে থাকার কারণে তাঁর ওয়ায মহিলাদের কাছে পৌঁছে নি। তাই তিনি (পুনরায়) তাঁদের নসীহত করলেন এবং দান-খয়রাত করার উপদেশ দিলেন। তখন মহিলারা কানের দুল ও হাতের আংটি দিয়ে দিতে লাগলেন। আর বিলাল (রা) সেগুলি তাঁর কাপড়ের আঁচলে নিতে লাগলেন। ইসমা'ঈল (র) 'আতা (র) সূত্রে বলেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ আমি নবী ﷺ -কে সাক্ষী রেখে বলছি।

٧٥. بَابُ الْحِرْصِ عَلَى الْحَدِيْثِ -

৭৫. পরিচ্ছেদ ঃ হাদীসের প্রতি আগ্রহ

٩٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِيْ سُلَيْمَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ اَبِيْ عَمْرٍو عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّهُ قَالَ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَنْ اَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَقَدْ ظَنَنْتُ يَا اَبَاهُرَيْرَةَ اَنْ لَا يَسْاَلُنِيْ عَنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ اَحَدٌ اَوَّلَ مِنْكَ لِمَا رَاَيْتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الْحَدِيْثِ ، اَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ اَوْ نَفْسِهِ .

banglainternet.com

৯৯ আবদুল 'আযীয ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র).....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কিয়ামতের দিন আপনার শাফা'আত লাভে কে সবচাইতে বেশী ভাগ্যবান হবে? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, আবূ হুরায়রা! আমি ধারণা করেছিলাম, এ বিষয়ে তোমার আগে আমাকে আর কেউ প্রশ্ন করবে না। কারণ আমি দেখেছি হাদীসের প্রতি তোমার বিশেষ আগ্রহ রয়েছে। কিয়ামতের দিন আমার শাফা'আত লাভে সবচাইতে ভাগ্যবান হবে সেই ব্যক্তি যে খালিস দিলে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ (পূর্ণ কালেমা তাইয়েবা) বলে।

٧٦. بَابٌ كَيْفَ يُقْبَضُ الْعِلْمُ ، وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ اِلٰى اَبِىْ بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ اُنْظُرْ مَا كَانَ مِنْ حَدِيْثِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاكْتُبْهُ فَاِنِّىْ خِفْتُ دُرُوْسَ الْعِلْمِ وَ ذَهَابَ الْعُلَمَاءِ وَلاَ يُقْبَلُ اِلاَّ حَدِيْثُ النَّبِىِّ ﷺ وَلْيُفْشُوا الْعِلْمَ وَلْيَجْلِسُوْا حَتّٰى يُعَلَّمَ مَنْ لاَيَعْلَمُ فَاِنَّ الْعِلْمَ لاَيَهْلِكُ حَتّٰى يَكُوْنَ سِرًّا .

৭৬. পরিচ্ছেদ ঃ কিভাবে 'ইলম তুলে নেয়া হবে

'উমর ইব্ন আবদুল 'আযীয (র) মদীনায় আবূ বকর ইব্ন হাযম (র)–এর কাছে এক পত্রে লিখেন ঃ খোঁজ কর, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর যে হাদীস পাও তা লিখে নাও। আমি ইলম লোপ পাওয়ার এবং আলিমদের বিদায় নেওয়ার আশংকা করছি এবং জেনে রাখ, নবী করীম ﷺ –এর হাদীস ছাড়া আর কিছুই গ্রহণ করা হবে না এবং প্রত্যেকের উচিত ইলমের প্রচার–প্রসার করা, আর তারা যেন একত্রে বসে (ইলমের চর্চা করে), যাতে যে জানে না সে শিক্ষা লাভ করতে পারে। কারণ ইলম গোপনীয় বিষয় না হওয়া পর্যন্ত বিলুপ্ত হবে না।

١٠٠ حَدَّثَنَا الْعَلاَءُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ دِيْنَارٍ بِذٰلِكَ يَعْنِىْ حَدِيْثَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ اِلٰى قَوْلِهِ ذَهَابَ الْعُلَمَاءِ .

১০০ 'আলা' ইব্ন 'আবদুল জব্বার (র).....আবদুল্লাহ্ ইব্ন দীনার (র)-এর সূত্রে বর্ণিত রিওয়ায়াতে উমর ইব্ন আবদুল-'আযীয (র)-এর উপরোক্ত হাদীসে 'আলিমগণের বিদায় নেওয়া' পর্যন্ত বর্ণিত আছে।

١٠١ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ اَبِىْ اُوَيْسٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ اللّٰهَ لاَيَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ وَلٰكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتّٰى اِذَا لَمْ يَبْقَ عَالِمٌ اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُسًا جُهَّالاً فَسُئِلُوا فَاَفْتَوْا بِغَيْرِعِلْمٍ فَضَلُّوْا وَاَضَلُّوْا قَالَ الْفِرَبْرِىُّ حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ قَالَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ هِشَامٍ نَحْوَهُ .

১০১ ইসমা'ঈল ইব্ন আবূ উওয়ায়স (র).....আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'আমর ইব্নুল 'আস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ্ তা'আলা বান্দার অন্তর থেকে ইল্ম বের

banglainternet.com

করে উঠিয়ে নেবেন না ; বরং আলিমদের উঠিয়ে নেওয়ার মাধ্যমেই ইল্‌ম উঠিয়ে নেবেন। যখন কোন আলিম বাকী থাকবে না তখন লোকেরা জাহিলদেরই নেতা হিসেবে গ্রহণ করবে। তাদের জিজ্ঞাসা করা হবে, তারা না জেনেই ফতোয়া দিবে। ফলে তারা নিজেরাও গোমরাহ হবে, আর অপরকেও গোমরাহ করবে।

ফিরাবরী (র) বলেন, আব্বাস (র).....হিশাম সূত্রেও অনুরূপ বর্ণিত আছে।

٧٧. بَابٌ هَلْ يُجْعَلُ لِلنِّسَاءِ يَوْمٌ عَلَى حِدَةٍ فِي الْعِلْمِ –

৭৭. পরিচ্ছেদ ঃ ইল্‌ম শিক্ষার জন্য মহিলাদের ব্যাপারে কি আলাদা দিন নির্ধারণ করা যায়?

١٠٢ حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ الْاَصْبَهَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا صَالِحٍ ذَكْوَانَ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَتِ النِّسَاءُ لِلنَّبِيِّ ﷺ غَلَبَنَا عَلَيْكَ الرِّجَالُ فَاجْعَلْ لَنَا يَوْمًا مِنْ نَفْسِكَ فَوَعَدَهُنَّ يَوْمًا لَقِيَهُنَّ فِيْهِ فَوَعَظَهُنَّ وَاَمَرَهُنَّ فَكَانَ فِيْمَا قَالَ لَهُنَّ مَامِنْكُنَّ امْرَاَةٌ تُقَدِّمُ ثَلاَثَةً مِنْ وَلَدِهَا اِلاَّ كَانَ لَهَا حِجَابًا مِّنَ النَّارِ فَقَالَتِ امْرَاَةٌ وَاثْنَتَيْنِ فَقَالَ وَاثْنَتَيْنِ .

১০২ আদম (র).....আবূ সা'ঈদ খুদরী (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ মহিলারা একবার নবী করীম ﷺ-কে বলল, পুরুষেরা আপনার কাছে আমাদের চাইতে প্রাধান্য বিস্তার করে আছে। তাই আপনি নিজে আমাদের জন্য একটি দিন ধার্য করে দিন। তিনি তাদের বিশেষ একটি দিনের ওয়াদা করলেন; সে দিন তিনি তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন এবং তাদের ওয়ায-নসীহত করলেন ও নির্দেশ দিলেন। তিনি তাদের যা যা বলেছিলেন, তার মধ্যে একথাও ছিল যে, তোমাদের মধ্যে যে স্ত্রীলোক তিনটি সন্তান আগেই পাঠাবে,[১] তারা তার জন্য জাহান্নামের পর্দাস্বরূপ হয়ে থাকবে। তখন এক স্ত্রীলোক বলল, আর দু'টি পাঠালে? তিনি বললেন ঃ দু'টি পাঠালেও।

١٠٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْاَصْبَهَانِيِّ عَنْ ذَكْوَانَ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهٰذَا وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْاَصْبَهَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا حَازِمٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ ثَلاَثَةٌ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ .

১০৩ মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র).....আবূ সা'ঈদ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আবদুর রহমান আল-আসবাহানী (র).....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ এমন তিন সন্তান, যারা সাবালক হয়নি।

banglainternet.com

১. তার জীবিতাবস্থায় তিনটি সন্তান মারা গেলে।

٧٨. بَابُ مَنْ سَمِعَ شَيْئًا فَلَمْ يَفْهَمْهُ فَرَاجَعَ حَتّٰى يَعْرِفَهُ –

৭৮. পরিচ্ছেদ ঃ কোন কথা শুনে না বুঝলে জানার জন্য পুনরায় জিজ্ঞাসা করা

١٠٤ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِيْ مَرْيَمَ قَالَ أَخْبَرَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنِيْ ابْنُ أَبِيْ مُلَيْكَةَ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ كَانَتْ لَاتَسْمَعُ شَيْئًا لَاتَعْرِفُهُ إِلَّا رَاجَعَتْ فِيْهِ حَتّٰى تَعْرِفَهُ ، وَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ حُوْسِبَ عُذِّبَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ أَوَ لَيْسَ يَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيْرًا ، قَالَتْ فَقَالَ إِنَّمَا ذٰلِكَ الْعَرْضُ وَلٰكِنْ مَنْ نُوْقِشَ الْحِسَابَ يَهْلِكْ ـ

১০৪ সা'ঈদ ইব্ন আবূ মারয়াম (র)......ইব্ন আবূ মুলায়কা (রা) বলেন, নবী করীম ﷺ-এর সহধর্মিণী 'আয়িশা (রা) কোন কথা শুনে বুঝতে না পারলে ভালভাবে না বুঝা পর্যন্ত বার বার প্রশ্ন করতেন। একবার নবী করীম ﷺ বললেন, "(কিয়ামতের দিন) যার হিসাব নেওয়া হবে তাকে আযাব দেওয়া হবে।" 'আয়িশা (রা) বলেন ঃ আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আল্লাহ্ তা'আলা কি ইরশাদ করেন নি, فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيْرًا (তার হিসাব-নিকাশ সহজেই নেওয়া হবে) (৮৪ ঃ ৮)। তখন তিনি বললেন ঃ তা কেবল হিসাব পেশ করা। কিন্তু যার হিসাব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নেওয়া হবে সে ধ্বংস হবে।

٧٩. بَابُ لِيُبَلِّغِ الْعِلْمَ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ –

৭৯. পরিচ্ছেদ ঃ উপস্থিত ব্যক্তি অনুপস্থিত ব্যক্তির কাছে ইল্ম পৌঁছে দেবে

ইব্ন আব্বাস (রা) নবী করীম ﷺ থেকে তা বর্ণনা করেন।

١٠٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِيْ سَعِيْدٌ عَنْ أَبِيْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ قَالَ لِعَمْرِو بْنِ سَعِيْدٍ وَهُوَ يَبْعَثُ الْبُعُوْثَ إِلٰى مَكَّةَ ائْذَنْ لِيْ أَيُّهَا الْأَمِيْرُ أُحَدِّثْكَ قَوْلًا قَامَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ الْغَدَ مِنْ يَوْمِ الْفَتْحِ سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ ، وَوَعَاهُ قَلْبِيْ ، وَأَبْصَرَتْهُ عَيْنَايَ ، حِيْنَ تَكَلَّمَ بِهٖ حَمِدَ اللّٰهَ وَأَثْنٰى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللّٰهُ ، وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ ، فَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا ، وَلَا يَعْضِدَ بِهَا شَجَرَةً ، فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ لِقِتَالِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْهَا فَقُوْلُوْا إِنَّ اللّٰهَ قَدْ أَذِنَ لِرَسُوْلِهٖ ، وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ ، وَإِنَّمَا أَذِنَ لِيْ فِيْهَا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ ، ثُمَّ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالْأَمْسِ وَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ ، فَقِيْلَ لِأَبِيْ شُرَيْحٍ مَا قَالَ عَمْرٌو ، قَالَ أَنَا أَعْلَمُ مِنْكَ يَا أَبَا شُرَيْحٍ لَا تُعِيْذُ عَاصِيًا وَلَا فَارًّا بِدَمٍ وَلَا فَارًّا بِخَرْبَةٍ ـ

১০৫ আবদুল্লাহ্ ইবন ইউসুফ (র).........আবূ শুরায়হ্ (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি 'আমর ইব্ন সা'ঈদ (মদীনার গভর্নর)-কে বললেন, যখন তিনি মক্কায় সেনাবাহিনী প্রেরণ করছিলেন–– 'হে আমীর! আমাকে

banglainternet.com

অনুমতি দিন, আমি আপনাকে এমন একটি হাদীস শুনাব, যা মক্কা বিজয়ের পরের দিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছিলেন। আমার দু' কান তা শুনেছে, আমার অন্তর তা স্মরণ রেখেছে, আর আমার দু' চোখ তা দেখেছে। তিনি আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও মহিমা বর্ণনা করে বললেন ঃ মক্কাকে আল্লাহ্ তা'আলা হারাম করেছেন, কোন মানুষ তাকে হারাম করেনি। তাই যে লোক আল্লাহ্‌র উপর এবং আখিরাতের উপর ঈমান রাখে তার জন্য সেখানে রক্তপাত করা এবং সেখানকার কোন গাছপালা কাটা হালাল নয়। কেউ যদি রাসূলুল্লাহ্‌র (সেখানকার) লড়াইকে দলীল হিসেবে পেশ করে তবে তোমরা বলে দিও যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূলকে এর অনুমতি দিয়েছিলেন ; কিন্তু তোমাদের অনুমতি দেন নি। আমাকেও সে দিনের কিছু সময়ের জন্য অনুমতি দিয়েছিলেন। তারপর আগের মতো আজ আবার এর নিষেধাজ্ঞা ফিরে এসেছে। উপস্থিত ব্যক্তিরা যেন অনুপস্থিত ব্যক্তিদের কাছে (এ বাণী) পৌছে দেয়।' তারপর আবূ শুরায়হ্ (রা)-কে জিজ্ঞাসা করা হল, 'আপনার এ হাদীস শুনে 'আমর কি বলল?' (আবূ শুরায়হ্ (রা) উত্তর দিলেন) সে বলল ঃ 'হে আবূ শুরায়হ্ ! (এ বিষয়ে) আমি তোমার চাইতে ভাল জানি। মক্কা কোন বিদ্রোহীকে, কোন খুনের পলাতক আসামীকে এবং কোন সন্ত্রাসীকে আশ্রয় দেয় না।'

١٠٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ذَكَرَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ قَالَ مُحَمَّدٌ وَأَحْسِبُهُ قَالَ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا فِي شَهْرِكُمْ هٰذَا أَلاَ لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ ، وَكَانَ مُحَمَّدٌ يَقُولُ صَدَقَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ كَانَ ذٰلِكَ أَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ مَرَّتَيْنِ .

১০৬ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুল ওয়াহ্হাব (র).....আবূ বাকরা (রা) নবী ﷺ-এর কথা উল্লেখ করে বলেন যে, তিনি বলেছেন ঃ তোমাদের জান, তোমাদের মাল --বর্ণনাকারী মুহাম্মদ (র) বলেন, 'আমার মনে হয়, তিনি বলেছিলেন ঃ এবং তোমাদের মান-সম্মান (অন্য মুসলমানের জন্য) এ শহরে এ দিনের মতই মর্যাদা সম্পন্ন। শোন, (আমার এ বাণী যেন) তোমাদের মধ্যে উপস্থিত ব্যক্তি অনুপস্থিত ব্যক্তির কাছে পৌছে দেয়। বর্ণনাকারী মুহাম্মদ (র) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সত্য বলেছেন, তা-ই (তাবলীগ) হয়েছে। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দু'বার করে বললেন, হে লোক সকল ! 'আমি কি পৌছে দিয়েছি ?'

٨٠. بَابُ إِثْمِ مَنْ كَذَبَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ -

৮০. পরিচ্ছেদ ঃ নবী করীম ﷺ -এর উপর মিথ্যারোপ করার গুনাহ

١٠٧ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي مَنْصُورٌ قَالَ سَمِعْتُ رِبْعِيَّ بْنَ حِرَاشٍ يَقُولُ سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لاَتَكْذِبُوا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ فَلْيَلِجِ النَّارَ .

banglainternet.com

১০৭ আলী ইব্‌নুল জা'দ (র)..... 'আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা আমার উপর মিথ্যারোপ করো না। কারণ আমার উপর যে মিথ্যারোপ করবে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

١٠٨ حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قُلْتُ لِلزُّبَيْرِ اِنِّى لَااَسْمَعُكَ تُحَدِّثُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ كَمَا يُحَدِّثُ فُلَانٌ وَ فُلَانٌ قَالَ اَمَا اِنِّى لَمْ اُفَارِقْهُ وَلٰكِنْ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ مَنْ كَذَبَ عَلَىَّ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ .

১০৮ আবুল ওয়ালীদ (র).....আবদুল্লাহ্ ইব্নু'য্-যুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি আমার পিতা যুবায়রকে বললাম ঃ আমি তো আপনাকে অমুক অমুকের ন্যায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর হাদীস বর্ণনা করতে শুনি না। তিনি বললেন ঃ 'জেনে রাখ, আমি তাঁর থেকে দূরে থাকিনি, কিন্তু (হাদীস বর্ণনা করি না এজন্য যে,) আমি তাঁকে বলতে শুনেছি, যে আমার ওপর মিথ্যারোপ করবে সে যেন জাহান্নামে তার ঠিকানা বানিয়ে নেয়।'

١٠٩ حَدَّثَنَا اَبُوْ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ قَالَ اَنَسٌ اِنَّهُ لَيَمْنَعُنِىْ اَنْ اُحَدِّثَكُمْ حَدِيْثًا كَثِيْرًا اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ مَنْ تَعَمَّدَ عَلَىَّ كَذِبًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ .

১০৯ আবূ মা'মার (র).....আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ এ কথাটি তোমাদেরকে বহু হাদীস বর্ণনা করতে আমাকে বাধা দেয় যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ যে ইচ্ছাকৃতভাবে আমার উপর মিথ্যারোপ করে সে যেন জাহান্নামে তার ঠিকানা বানিয়ে নেয়।

١١٠ حَدَّثَنَا الْمَكِّىُّ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ اَبِىْ عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ قَالَ هُوَ ابْنُ الْاَكْوَعِ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ يَقُلْ عَلَىَّ مَالَمْ اَقُلْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ .

১১০ মাক্কী ইব্ন ইবরাহীম (র).....সালমা ইবনে আক্ওয়া (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি নবী করীম ﷺ-কে বলতে শুনেছি, 'যে ব্যক্তি আমার উপর এমন কথা আরোপ করে যা আমি বলিনি, সে যেন জাহান্নামে তার ঠিকানা বানিয়ে নেয়।'

١١١ حَدَّثَنَا مُوْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ اَبِىْ حَصِيْنٍ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ تَسَمَّوْا بِاسْمِىْ وَلَا تَكْتَنُوْا بِكُنْيَتِىْ ، وَمَنْ رَاٰنِىْ فِى الْمَنَامِ فَقَدْ رَاٰنِىْ فَاِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ فِىْ صُوْرَتِىْ وَمَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ .

১১১ মূসা (র).....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ 'আমার নামে তোমরা নাম রেখ; কিন্তু আমার উপনামে (কুনিয়াতে) তোমরা উপনাম রেখ না। আর যে আমাকে স্বপ্নে দেখে সে ঠিক আমাকেই দেখে। কারণ শয়তান আমার আকৃতির ন্যায় রূপ ধারণ করতে পারে না। যে ইচ্ছাকৃতভাবে আমার উপর মিথ্যারোপ করে সে যেন জাহান্নামে তার ঠিকানা বানিয়ে নেয়।'

banglainternet.com

٨١. بَابُ كِتَابَةِ الْعِلْمِ -

৮১. পরিচ্ছেদ ঃ ইল্‌ম লিপিবদ্ধ করা

١١٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ قَالَ أَخْبَرَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِيْ جُحَيْفَةَ قَالَ قُلْتُ لِعَلِيٍّ هَلْ عِنْدَكُمْ كِتَابٌ قَالَ لاَ اِلاَّ كِتَابُ اللّٰهِ أَوْ فَهْمٌ أُعْطِيَهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ أَوْ مَا فِيْ هٰذِهِ الصَّحِيْفَةِ قَالَ قُلْتُ فَمَا فِيْ هٰذِهِ الصَّحِيْفَةِ قَالَ الْعَقْلُ وَفِكَاكُ الْاَسِيْرِ وَلاَ يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ .

১১২ মুহাম্মদ ইব্‌ন সালাম (র).....আবূ জুহায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি 'আলী (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনাদের কাছে কি লিখিত কিছু আছে ? তিনি বললেন ঃ 'না, কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র কিতাব রয়েছে, আর সেই বুদ্ধি ও বিবেক, যা একজন মুসলিমকে দান করা হয়। এ ছাড়া যা কিছু এ পত্রটিতে লেখা আছে।' আবূ জুহায়ফা (রা) বলেন, আমি বললাম, এ পত্রটিতে কী আছে ? তিনি বললেন, 'দিয়াতের (আর্থিক ক্ষতিপূরণ) ও বন্দী মুক্তির বিধান, আর এ বিধানটিও যে, 'মুসলিমকে কাফিরের বিনিময়ে হত্যা করা যাবে না।'

١١٣ حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيٰى عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ خُزَاعَةَ قَتَلُوْا رَجُلاً مِنْ بَنِيْ لَيْثٍ عَامَ فَتْحِ مَكَّةَ بِقَتِيْلٍ مِنْهُمْ قَتَلُوْهُ فَأُخْبِرَ بِذٰلِكَ النَّبِيُّ ﷺ فَرَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَخَطَبَ فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْقَتْلَ أَوِ الْفِيْلَ قَالَ مُحَمَّدٌ وَاجْعَلُوْهُ عَلَى الشَّكِّ كَذَا قَالَ اَبُوْ نُعَيْمٍ الْقَتْلَ اَوِ الْفِيْلَ وَغَيْرُهُ يَقُوْلُ الْفِيْلَ وَسَلَّطَ عَلَيْهِمْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَالْمُؤْمِنِيْنَ اَلاَ وَاِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لِاَحَدٍ قَبْلِيْ وَلَمْ تَحِلَّ لِاَحَدٍ بَعْدِيْ اَلاَ وَاِنَّهَا حَلَّتْ لِيْ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ اَلاَ وَاِنَّهَا سَاعَتِيْ هٰذِهِ حَرَامٌ لاَ يُخْتَلٰى شَوْكُهَا وَلاَيُعْضَدُ شَجَرُهَا وَلاَ تُلْتَقَطُ سَاقِطَتُهَا اِلاَّ لِمُنْشِدٍ فَمَنْ قُتِلَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ اِمَّا اَنْ يُعْقَلَ ، وَاِمَّا اَنْ يُقَادَ أَهْلُ الْقَتِيْلِ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ ، فَقَالَ أُكْتُبْ لِيْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ اُكْتُبُوْا لِاَبِيْ فُلاَنٍ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ اِلاَّ الْاِذْخِرَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَاِنَّا نَجْعَلُهُ فِيْ بُيُوْتِنَا وَقُبُوْرِنَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِلاَّ الْاِذْخِرَ اِلاَّ الْاِذْخِرَ .

১১৩ আবূ নু'আয়ম ফাযল ইব্‌ন দুকায়ন (র)....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, মক্কা বিজয়ের কালে খুযা'আ গোত্র লায়স গোত্রের এক ব্যক্তিকে হত্যা করল। এ হত্যা ছিল তাদের এক নিহত ব্যক্তির প্রতিশোধ স্বরূপ, যাকে ইতিপূর্বে লায়স গোত্রের লোক হত্যা করেছিল। তারপর এ খবর নবী ﷺ-এর কাছে পৌঁছল। তিনি তাঁর উটের উপর আরোহণ করে খুতবা দিলেন, তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা মক্কা থেকে 'হত্যা'-কে (অথবা বর্ণনাকারী বললেন) 'হাতী'-কে রোধ করেছেন।

ইমাম বুখারী (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ 'হত্যা' বলেছেন না 'হাতী' বলেছেন এ ব্যাপারে বর্ণনাকারী আবূ নু'আয়ম সন্দেহ পোষণ করেন। অন্যেরা শুধু 'হাতী' শব্দ উল্লেখ করেছেন। অবশ্য মক্কাবাসীদের উপর

banglainternet.com

রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং মু'মিনগণকে (যুদ্ধের মাধ্যমে) বিজয়ী করা হয়েছে। জেনে রাখ, আমার পূর্বে কারো জন্য মক্কা (নগরীতে লড়াই করা) হালাল করা হয়নি এবং আমার পরও কারো জন্য হালাল হবে না। জেনে রাখ, তাও আমার জন্য দিনের কিছু সময় মাত্র হালাল করা হয়েছিল। আরো জেনে রাখ যে, আমার এই কথা বলার মুহূর্তে আবার তা হারাম হয়ে গেছে। সেখানকার কোন কাঁটা ও কোন গাছপালা কাটা যাবে না এবং সেখানে পড়ে থাকা কোন বস্তু কুড়িয়ে নেওয়া যাবে না। তবে ঘোষণা করার জন্য নিতে পারবে। আর যদি কেউ নিহত হয়, তবে তার আপনজনের জন্য দুটি ব্যবস্থার যে কোন একটির অধিকার রয়েছে। হয় তার 'দিয়াত নিবে নয় 'কিসাস' গ্রহণ করবে। এরপর ইয়ামানবাসী এক ব্যক্তি এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ ! (এ কথাগুলো) আমাকে লিখে দিন। তিনি (সাহাবীদের) বললেন ঃ তোমরা তাকে (আবূ শাহকে) লিখে দাও। তারপর একজন কুরায়শী [আব্বাস (রা)] বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! গাছপালা কাটার নিষেধাজ্ঞা হতে ইযখির বাদ রাখুন। কারণ তা আমরা আমাদের ঘরে ও কবরে ব্যবহার করি।' নবী ﷺ বললেন, 'ইযখির ছাড়া, ইযখির ছাড়া।'[১]

١١٤ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرٌو قَالَ أَخْبَرَنِي وَهْبُ بْنُ مُنَبِّهٍ عَنْ أَخِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ مَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَحَدٌ أَكْثَرَ حَدِيثًا عَنْهُ مِنِّي إِلاَّ مَا كَانَ مِنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ وَلاَ أَكْتُبُ تَابَعَهُ مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ .

১১৪ 'আলী ইব্ন 'আবদুল্লাহ্ (র).....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ-এর সাহাবীগণের মধ্য 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'আমর (রা) ব্যতীত আর কারো কাছে আমার চাইতে বেশী হাদীস নেই। কারণ তিনি লিখে রাখতেন, আর আমি লিখতাম না। মা'মার (র) হাম্মাম (র) সূত্রে আবূ হুরায়রা (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١١٥ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا اشْتَدَّ بِالنَّبِيِّ ﷺ وَجَعُهُ قَالَ ائْتُونِي بِكِتَابٍ أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لاَ تَضِلُّوا بَعْدَهُ قَالَ عُمَرُ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ غَلَبَهُ الْوَجَعُ وَعِنْدَنَا كِتَابُ اللّٰهِ حَسْبُنَا فَاخْتَلَفُوا وَكَثُرَ اللَّغَطُ قَالَ قُومُوا عَنِّي وَلاَ يَنْبَغِي عِنْدِي التَّنَازُعُ فَخَرَجَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ إِنَّ الرَّزِيَّةَ كُلَّ الرَّزِيَّةِ مَا حَالَ بَيْنَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ وَبَيْنَ كِتَابِهِ .

১১৫ ইয়াহইয়া ইব্ন সুলায়মান (র).....ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ এর রোগ যখন বেড়ে গেল তখন তিনি বললেন ঃ 'আমার কাছে কাগজ কলম নিয়ে এস, আমি তোমাদের এমন কিছু লিখে দিব যাতে পরবর্তীতে তোমরা আর ভ্রান্ত না হও।' 'উমর (রা) বললেন, 'নবী ﷺ এর রোগ-যন্ত্রণা প্রবল হয়ে গেছে (এমতাবস্থায় কিছু বলতে বা লিখতে তাঁর কষ্ট হবে)। আর আমাদের কাছে তো আল্লাহ্র কিতাব রয়েছে, যা আমাদের জন্য যথেষ্ট।' এতে সাহাবীগণের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিল এবং শোরগোল বেড়ে গেল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, 'তোমরা আমার কাছ থেকে উঠে যাও। আমার কাছে ঝগড়া-বিবাদ

banglainternet.com

১. ইযখির শন জাতীয় এক প্রকার ঘাস।

করা উচিত নয়।' এ পর্যন্ত বর্ণনা করে ইব্‌ন আব্বাস (রা) (যেখানে বসে হাদীস বর্ণনা করছিলেন সেখান থেকে) এ কথা বলতে বলতে বেরিয়ে এলেন যে, 'হায় বিপদ, সাংঘাতিক বিপদ ! রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এবং তাঁর লেখনীর মধ্যে যা বাধ সেধেছে।'

٨٢. بَابُ الْعِلْمِ وَالْعِظَةِ بِاللَّيْلِ -

৮২. পরিচ্ছেদ ঃ রাতে ইল্‌ম শিক্ষাদান এবং ওয়ায—নসীহত করা

١١٦ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ هِنْدٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ح وَعَمْرٌو وَيَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ هِنْدٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتِ اسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَقَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ مَاذَا أُنْزِلَ اللَّيْلَةَ مِنَ الْفِتَنِ وَمَاذَا فُتِحَ مِنَ الْخَزَائِنِ أَيْقِظُوْا صَوَاحِبَاتِ الْحُجَرِ فَرُبَّ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا عَارِيَةٍ فِي الْآخِرَةِ .

১১৬ সাদাকা, 'আমর ও ইয়াহইয়া ইব্‌ন সা'ঈদ (র).....উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ এক রাতে নবী করীম ﷺ ঘুম থেকে জেগে বলেন ঃ সুবহানআল্লাহ্! এ রাতে কতই না বিপদাপদ নেমে আসছে এবং কতই না ভাণ্ডার খুলে দেওয়া হচ্ছে! অন্য সব ঘরের মহিলাগণকেও জানিয়ে দাও, 'বহু মহিলা যারা দুনিয়ায় বস্ত্র পরিহিতা, তারা আখিরাতে হবে বস্ত্রহীনা।'

٨٣. بَابُ السَّمَرِ فِي الْعِلْمِ -

৮৩. পরিচ্ছেদ ঃ রাতে ইলমের আলোচনা করা

١١٧ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ خَالِدِ بْنُ مُسَافِرٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ وَأَبِيْ بَكْرِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِيْ حَثْمَةَ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ صَلّٰى بِنَا النَّبِيُّ ﷺ الْعِشَاءَ فِيْ آخِرِ حَيَاتِهِ فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ فَقَالَ أَرَأَيْتَكُمْ لَيْلَتَكُمْ هٰذِهِ فَإِنَّ رَأْسَ مِائَةِ سَنَةٍ مِنْهَا لَا يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ عَلٰى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَحَدٌ .

১১৭ সা'ঈদ ইব্‌ন 'উফায়র (র).....'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ তাঁর জীবনের শেষের দিকে আমাদের নিয়ে 'ইশার সালাত আদায় করলেন। সালাম ফিরাবার পর তিনি দাঁড়িয়ে বললেন ঃ তোমরা কি এ রাতের সম্পর্কে জান? বর্তমানে যারা পৃথিবীতে রয়েছে, একশ বছরের মাথায় তাদের কেউ আর বাকী থাকবে না।

١١٨ حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بِتُّ فِيْ بَيْتِ خَالَتِيْ مَيْمُوْنَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ عِنْدَهَا فِيْ لَيْلَتِهَا فَصَلّٰى النَّبِيُّ ﷺ

banglainternet.com

الْعِشَاءَ ثُمَّ جَاءَ اِلَى مَنْزِلِهِ فَصَلَّى اَرْبَعَ رَكْعَاتٍ ثُمَّ نَامَ ثُمَّ قَامَ ثُمَّ قَالَ نَامَ الْغُلَيِّمُ اَوْ كَلِمَةً تُشْبِهُهَا ثُمَّ قَامَ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَجَعَلَنِيْ عَنْ يَمِيْنِهِ فَصَلَّى خَمْسَ رَكْعَاتٍ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ نَامَ حَتَّى سَمِعْتُ غَطِيْطَهُ اَوْ خَطِيْطَهُ ثُمَّ خَرَجَ اِلَى الصَّلَاةِ .

১১৮ আদম (র).....ইব্ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আমার খালা নবী ﷺ-এর সহধর্মিণী মায়মূনা বিন্ত হারিস (রা)-এর ঘরে এক রাত্রি যাপন করছিলাম। নবী ﷺ তাঁর পালার রাতে সেখানে ছিলেন। নবী ﷺ 'ইশার সালাত আদায় করে তাঁর ঘরে চলে আসলেন এবং চার রাক'আত সালাত আদায় করে শুয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পর উঠে বললেন ঃ বালকটি কি ঘুমিয়ে গেছে ? বা এ ধরনের কোন কথা বললেন। তারপর (সালাতে) দাঁড়িয়ে গেলেন, আমিও তাঁর বাঁ দিকে গিয়ে দাঁড়ালাম। তিনি আমাকে তাঁর ডান দিকে এনে দাঁড় করালেন। তারপর তিনি পাঁচ রাক'আত সালাত আদায় করলেন। পরে আরো দু' রাক'আত আদায় করলেন। এরপর শুয়ে পড়লেন। এমনকি আমি তাঁর নাক ডাকার শব্দ শুনতে পেলাম। এরপর উঠে তিনি (ফজরের) সালাতের জন্য বের হলেন।

٨٤. بَابُ حِفْظِ الْعِلْمِ-

৮৪. পরিচ্ছেদ ঃ ইল্ম মুখস্থ করা

١١٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِبْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ اِنَّ النَّاسَ يَقُوْلُوْنَ اَكْثَرَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ وَلَوْلَا اٰيَتَانِ فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ مَا حَدَّثْتُ حَدِيْثًا ثُمَّ يَتْلُوْ اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَا اَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنٰتِ اِلَى قَوْلِهِ الرَّحِيْمُ اِنَّ اِخْوَانَنَا مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ كَانَ يَشْغَلُهُمُ الصَّفْقُ بِالْاَسْوَاقِ وَاِنَّ اِخْوَانَنَا مِنَ الْاَنْصَارِ كَانَ يَشْغَلُهُمُ الْعَمَلُ فِيْ اَمْوَالِهِمْ وَاِنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَلْزَمُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بِشِبَعِ بَطْنِهِ وَيَحْضُرُ مَالَا يَحْضُرُوْنَ وَيَحْفَظُ مَالَا يَحْفَظُوْنَ .

১১৯ 'আবদুল 'আযীয ইব্ন 'আবদুল্লাহ (র).....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ লোকে বলে, আবূ হুরায়রা (রা) বড় বেশী হাদীস বর্ণনা করে। (জেনে রাখ,) কিতাবে দু'টি আয়াত যদি না থাকত, তবে আমি একটি হাদীসও বর্ণনা করতাম না। এরপর তিনি তিলাওয়াত করলেন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَا اَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنٰتِ وَالْهُدٰى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنّٰهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتٰبِ اُولٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللّٰعِنُوْنَ . اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا وَاَصْلَحُوْا وَبَيَّنُوْا فَاُولٰئِكَ اَتُوْبُ عَلَيْهِمْ وَاَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ .

"আমি সেসব স্পষ্ট নিদর্শন ও পথ-নির্দেশ অবতীর্ণ করেছি মানুষের জন্য কিতাবে তা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করার পরও যারা তা গোপন রাখে আল্লাহ্ তাদেরকে লা'নত দেন এবং অভিশাপকারিগণও তাদেরকে অভিশাপ দেয় কিন্তু যারা তওবা করে এবং নিজদিগকে সংশোধন আর সত্যকে সুস্পষ্টভবে ব্যক্ত করে, ওরাই

banglainternet.com

তারা, যাদের প্রতি আমি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" (২ ঃ ১৫৯-১৬০) (প্রকৃত ঘটনা এ যে,) আমার মুহাজির ভাইয়েরা বাজারে কেনাবেচায় এবং আমার আনসার ভাইয়েরা জমা-জমির কাজে মশগুল থাকত। আর আবূ হুরায়রা (রা) (খেয়ে না খেয়ে) তুষ্ট থেকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে লেগে থাকত। তাই তারা যখন উপস্থিত থাকত না, তখন সে উপস্থিত থাকত এবং তারা যা মুখস্থ করত না সে তা মুখস্থ রাখত।

١٢٠ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُصْعَبٍ اَحْمَدُ بْنُ اَبِيْ بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ ابْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ اَبِيْ ذِئْبٍ عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّيْ اَسْمَعُ مِنْكَ حَدِيْثًا كَثِيْرًا اَنْسَاهُ قَالَ ابْسُطْ رِدَائَكَ فَبَسَطْتُهُ قَالَ فَغَرَفَ بِيَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ ضُمَّهُ فَضَمَمْتُهُ فَمَا نَسِيْتُ شَيْئًا بَعْدَهُ .

১২০ আবূ মুস'আব আহমদ ইব্‌ন আবূ বাকর (র).....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম ঃ 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি আপনার কাছ থেকে বহু হাদীস শুনি কিন্তু ভুলে যাই।' তিনি বললেন ঃ তোমার চাদর খুলে ধর। আমি তা খুলে ধরলাম। তিনি দু'হাত অঞ্জলী করে তাতে কিছু ঢেলে দেওয়ার মত করে বললেন ঃ এটা তোমার বুকের সাথে লাগিয়ে ধর। আমি তা বুকের সাথে লাগালাম। এরপর আমি আর কিছুই ভুলিনি।

١٢١ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ فُدَيْكٍ بِهٰذَا وَ قَالَ غَرَفَ بِيَدِهِ فِيْهِ .

১২১ ইবরাহীম ইব্‌নুল মুনযির (র).....ইব্‌ন আবূ ফুদায়ক (র) সূত্রে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন এবং তাতে বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর হাত দিয়ে সে চাদরের মধ্যে (কিছু) দিলেন।

١٢٢ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَخِيْ عَنِ ابْنِ اَبِيْ ذِئْبٍ عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ حَفِظْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وِعَاءَيْنِ فَاَمَّا اَحَدُهُمَا فَبَثَثْتُهُ وَاَمَّا الْاٰخَرُ فَلَوْ بَثَثْتُهُ قُطِعَ هٰذَا الْبُلْعُوْمُ . قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ الْبُلْعُوْمُ مَجْرَى الطَّعَامِ .

১২২ ইসমা'ঈল (র).....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে ইলমের দুটি পাত্র মুখস্থ করে রেখেছিলাম। তার একটি পাত্র আমি বিতরণ করে দিয়েছি। আর অপরটি প্রকাশ করলে আমার কণ্ঠনালী কেটে দেওয়া হবে। আবূ আবদুল্লাহ্ (র) বলেন, হাদীসে উল্লিখিত بلعوم শব্দের অর্থ খাদ্যনালী।

٨٥. بَابُ الْاِنْصَاتِ لِلْعُلَمَاءِ -

৮৫. পরিচ্ছেদ ঃ আলিমদের কথা শোনার জন্য লোকদের চুপ করানো

١٢٣ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَلِيُّ بْنُ مُدْرِكٍ عَنْ اَبِيْ زُرْعَةَ عَنْ جَرِيْرٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ اِسْتَنْصِتِ النَّاسَ فَقَالَ لَا تَرْجِعُوْا بَعْدِيْ كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ .

banglainternet.com

১২৩ হাজ্জাজ (র).....জারীর (রা) থেকে বর্ণিত যে, বিদায় হজ্জের সময় নবী ﷺ তাকে বললেন ঃ তুমি লোকদেরকে চুপ করিয়ে দাও, তারপর তিনি বললেন ঃ 'আমার পরে তোমরা কাফির (এর মত) হয়ে যেও না যে, একে অপরের গর্দান কাটবে।'

٨٦. بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْعَالِمِ إِذَا سُئِلَ أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ فَيَكِلُ الْعِلْمَ إِلَى اللّٰهِ –

৮৬. পরিচ্ছেদ ঃ আলিমের জন্য মুস্তাহাব এই যে, তাঁকে যখন প্রশ্ন করা হয় ঃ সবচাইতে জ্ঞানী কে? তখন তিনি ইহা আল্লাহ্‌র উপর ন্যস্ত করবেন।

١٢٤ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُسْنَدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرٌو قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيْدُ ابْنُ جُبَيْرٍ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ إِنَّ نَوْفًا الْبَكَالِيَّ يَزْعُمُ أَنَّ مُوْسٰى لَيْسَ بِمُوْسٰى بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ إِنَّمَا هُوَ مُوْسٰى آخَرُ فَقَالَ كَذَبَ عَدُوُّ اللّٰهِ حَدَّثَنَا أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ قَامَ مُوْسَى النَّبِيُّ خَطِيْبًا فِيْ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ فَسُئِلَ أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ فَقَالَ أَنَا أَعْلَمُ فَعَتَبَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ إِذْ لَمْ يَرُدَّ الْعِلْمَ إِلَيْهِ فَأَوْحَى اللّٰهُ إِلَيْهِ إِنَّ عَبْدًا مِنْ عِبَادِيْ بِمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ قَالَ يَارَبِّ وَكَيْفَ بِهِ فَقِيْلَ لَهُ احْمِلْ حُوْتًا فِيْ مِكْتَلٍ فَإِذَا فَقَدْتَهُ فَهُوَ ثَمَّ فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقَ بِفَتَاهُ يُوْشَعَ بْنِ نُوْنٍ وَحَمَلاَ حُوْتًا فِيْ مِكْتَلٍ حَتّٰى كَانَا عِنْدَ الصَّخْرَةِ وَضَعَا رُؤُوْسَهُمَا وَنَامَا فَانْسَلَّ الْحُوْتُ مِنَ الْمِكْتَلِ فَاتَّخَذَ سَبِيْلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا ، وَكَانَ لِمُوْسٰى وَفَتَاهُ عَجَبًا فَانْطَلَقَا بَقِيَّةَ لَيْلَتِهِمَا وَيَوْمِهِمَا فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ مُوْسٰى لِفَتٰهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِيْنَا مِنْ سَفَرِنَا هٰذَا نَصَبًا ، وَلَمْ يَجِدْ مُوْسٰى مَسًّا مِنَ النَّصَبِ حَتّٰى جَاوَزَ الْمَكَانَ الَّذِيْ أُمِرَ بِهِ فَقَالَ لَهُ فَتَاهُ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّيْ نَسِيْتُ الْحُوْتَ قَالَ مُوْسٰى ذٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّا عَلٰى آثَارِهِمَا قَصَصًا ، فَلَمَّا انْتَهَيَا إِلَى الصَّخْرَةِ إِذَا رَجُلٌ مُسَجًّى بِثَوْبٍ أَوْ قَالَ تَسَجّٰى بِثَوْبِهِ فَسَلَّمَ مُوْسٰى فَقَالَ الْخَضِرُ وَأَنّٰى بِأَرْضِكَ السَّلاَمُ فَقَالَ أَنَا مُوْسٰى فَقَالَ مُوْسٰى بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ قَالَ نَعَمْ ، قَالَ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلٰى أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا ، قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا ، يَا مُوْسٰى إِنِّيْ عَلٰى عِلْمٍ مِنْ عِلْمِ اللّٰهِ عَلَّمَنِيْهِ لاَ تَعْلَمُهُ أَنْتَ وَأَنْتَ عَلٰى عِلْمٍ عَلَّمَكَهُ لاَ أَعْلَمُهُ قَالَ سَتَجِدُنِيْ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ صَابِرًا وَلاَ أَعْصِيْ لَكَ أَمْرًا ، فَانْطَلَقَا يَمْشِيَانِ عَلٰى سَاحِلِ الْبَحْرِ لَيْسَ لَهُمَا سَفِيْنَةٌ فَمَرَّتْ بِهِمَا سَفِيْنَةٌ فَكَلَّمُوْهُمْ أَنْ يَحْمِلُوْهُمَا فَعُرِفَ الْخَضِرُ فَحَمَلُوْهُمَا بِغَيْرِ نَوْلٍ فَجَاءَ عُصْفُوْرٌ فَوَقَعَ عَلٰى حَرْفِ السَّفِيْنَةِ فَنَقَرَ نَقْرَةً أَوْ نَقْرَتَيْنِ

banglainternet.com

فِي الْبَحْرِ فَقَالَ الْخَضِرُ يَا مُوْسٰى مَا نَقَصَ عِلْمِيْ وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْمِ اللّٰهِ اِلاَّ كَنَقْرَةِ هٰذَا الْعُصْفُوْرِ فِي الْبَحْرِ فَعَمَدَ الْخَضِرُ اِلٰى لَوْحٍ مِنْ اَلْوَاحِ السَّفِيْنَةِ فَنَزَعَهُ فَقَالَ مُوْسٰى قَوْمٌ حَمَلُوْنَا بِغَيْرِ نَوْلٍ عَمَدْتَ اِلٰى سَفِيْنَتِهِمْ فَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ اَهْلَهَا قَالَ اَلَمْ اَقُلْ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا قَالَ لاَ تُؤَاخِذْنِيْ بِمَا نَسِيْتُ وَلاَ تُرْهِقْنِيْ مِنْ اَمْرِيْ عُسْرًا قَالَ فَكَانَتِ الْاُوْلٰى مِنْ مُوْسٰى نِسْيَانًا ، فَانْطَلَقَا فَاِذَا غُلاَمٌ يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ فَاَخَذَ الْخَضِرُ بِرَأْسِهِ مِنْ اَعْلاَهُ فَاقْتَلَعَ رَأْسَهُ بِيَدِهِ فَقَالَ مُوْسٰى اَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ - قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَكَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا، قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ وَهٰذَا اَوْكَدُ ، فَانْطَلَقَا حَتّٰى اِذَا اَتَيَا اَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا اَهْلَهَا فَاَبَوْا اَنْ يُضَيِّفُوْهُمَا فَوَجَدَا فِيْهَا جِدَارًا يُرِيْدُ اَنْ يَّنْقَضَّ فَاَقَامَهُ قَالَ الْخَضِرُ بِيَدِهِ فَاَقَامَهُ فَقَالَ لَهُ مُوْسٰى لَوْشِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ اَجْرًا قَالَ هٰذَا فِرَاقُ بَيْنِيْ وَبَيْنِكَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَرْحَمُ اللّٰهُ مُوْسٰى لَوَدِدْنَا لَوْ صَبَرَ حَتّٰى يُقَصَّ عَلَيْنَا مِنْ اَمْرِهِمَا . قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ ثَنَابِهِ عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ بِطُوْلِهِ .

১২৪ 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ আল-মুসনাদী (র).....সা'ঈদ ইব্‌ন জুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি ইব্‌ন 'আব্বাস (রা)-কে বললাম, নাওফ আল-বাকালী দাবী করে যে, মূসা (আ) [যিনি খাযির (আ)-এর সাক্ষাৎ লাভ করেছিলেন তিনি] বনী ইসরাঈলের মূসা নন বরং তিনি অন্য এক মূসা। (একথা শুনে) তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্‌র দুশমন মিথ্যা বলেছে। উবাঈ ইব্‌ন কা'ব (রা) নবী ﷺ থেকে আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি ইরশাদ করেন ঃ মূসা (আ) একবার বনী ইসরাঈলদের মধ্যে বক্তৃতা দিতে দাঁড়ালেন। তখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল, সবচাইতে জ্ঞানী কে ? তিনি বললেন, 'আমি সবচাইতে জ্ঞানী।' মহান আল্লাহ্ তাঁকে সতর্ক করে দিলেন। কেননা তিনি ইল্‌মকে আল্লাহ্‌র প্রতি ন্যস্ত করেন নি। তারপর আল্লাহ্ তাঁর নিকট এ ওহী পাঠালেন ঃ দুই সমুদ্রের সংগমস্থলে আমার বান্দাদের মধ্যে এক বান্দা রয়েছে, যে তোমার চাইতে বেশী জ্ঞানী। তিনি বলেন, 'ইয়া রব! কিভাবে তার সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে?' তখন তাঁকে বলা হল, থলের মধ্যে একটি মাছ নিয়ে নাও। এরপর যেখানে সেটি হারিয়ে ফেলবে সেখানেই তাকে পাবে। তারপর তিনি রওয়ানা হলেন এবং ইউশা' ইব্‌ন নূন নামক তাঁর একজন খাদিমও তাঁর সাথে চলল। তাঁরা থলের মধ্যে একটি মাছ নিলেন। চলার পথে তাঁরা একটি বৃহৎ পাথরের কাছে এসে, সেখানে মাথা রেখে শুয়ে পড়লেন। তারপর মাছটি (জীবিত হয়ে) থলে থেকে বেরিয়ে গেল এবং সুড়ঙ্গের মত পথ করে সমুদ্রে চলে গেল। এ ব্যাপারটি মূসা (আ) ও তাঁর খাদিম-এর জন্য ছিল আশ্চর্যের বিষয়। এরপর তাঁরা তাঁদের বাকী রাতটুকু এবং পরের দিনভর চলতে থাকলেন। পরে ভোরবেলা মূসা (আ) তাঁর খাদিমকে বললেন, 'আমাদের নাশতা নিয়ে এস, আমরা আমাদের এ সফরে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, আর মূসা (আ)-কে যে স্থানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, সে স্থান অতিক্রম করার পূর্বে তিনি ক্লান্তি অনুভব করেন নি। তারপর তাঁর খাদিম তাঁকে বলল, 'আপনি কি লক্ষ্য

banglainternet.com

করছেন, আমরা যখন পাথরের পাশে বিশ্রাম করছিলাম, তখন আমি মাছের কথা ভুলে গিয়েছি।' মূসা (আ) বললেন, 'আমরা তো সেই স্থানটিই খুঁজছিলাম।' তারপর তাঁরা তাঁদের পদচিহ্ন ধরে ফিরে চললেন। তাঁরা সেই পাথরের কাছে পৌঁছে, কাপড়ে আবৃত (বর্ণনাকারী বলেন,) কাপড় মুড়ি দেওয়া এক ব্যক্তিকে দেখতে পেলেন। মূসা (আ) তাঁকে সালাম দিলেন। তখন খাযির বললেন, এ দেশে সালাম কোথা থেকে এল! তিনি বললেন, 'আমি মূসা।' খাযির জিজ্ঞাসা করলেন, 'বনী ইসরাঈলের মূসা (আ)?' তিনি বললেন, হ্যাঁ। তিনি আরো বললেন, "আমি কি আপনাকে অনুসরণ করতে পারি এ শর্তে যে, সত্য পথের যে জ্ঞান আপনাকে দান করা হয়েছে, তা থেকে আমাকে শিক্ষা দিবেন?' খাযির বললেন, "তুমি কিছুতেই আমার সঙ্গে ধৈর্য ধারণ করতে পারবে না। হে মূসা (আ)! আল্লাহর ইল্‌মের মধ্যে আমি এমন এক ইল্‌ম নিয়ে আছি যা তিনি আমাকেই শিক্ষা দিয়েছেন, যা তুমি জান না। আর তুমি এমন ইলমের অধিকারী, যা আল্লাহ তোমাকেই শিক্ষা দিয়েছেন, তা আমি জানি না।" 'মূসা (আ) বললেন, "আল্লাহ্ চাইলে আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন এবং আমি আপনার আদেশ অমান্য করব না। তারপর তাঁরা দুজন সমুদ্র তীর দিয়ে চলতে লাগলেন, তাঁদের কোন নৌকা ছিল না। ইতিমধ্যে তাঁদের কাছ দিয়ে একটি নৌকা যাচ্ছিল। তাঁরা নৌকাওয়ালাদের সঙ্গে তাদের আরোহণ করিয়ে নেওয়ার কথা বললেন। তারা খাযিরকে চিনতে পারল এবং ভাড়া ব্যতিরেকে তাঁদের নৌকায় তুলে নিল। তখন একটি চড়ুই পাখি এসে নৌকার এক প্রান্তে বসে দুই-একবার সমুদ্রে তার ঠোঁট মারল। খাযির বললেন, 'হে মূসা (আ)! আমার ইল্‌ম এবং তোমার ইল্‌ম (সব মিলেও) আল্লাহর ইল্‌ম থেকে সমুদ্র থেকে চড়ুই পাখির ঠোঁটে যতটুকু পানি এসেছে ততটুকু পরিমাণও কমাতে পারবে না।' এরপর খাযির নৌকার তক্তাগুলির মধ্য থেকে একটি খুলে ফেললেন। মূসা (আ) বললেন, এরা আমাদের ভাড়া ছাড়া আরোহণ করিয়েছে, আর আপনি আরোহীদের ডুবিয়ে দেওয়ার জন্য নৌকায় ফাটল সৃষ্টি করলেন?' খাযির বললেন, "আমি কি বলিনি যে, তুমি আমার সঙ্গে কিছুতেই ধৈর্য ধরতে পারবে না?" মূসা (আ) বললেন, 'আমার ভুলের জন্য আমাকে অপরাধী করবেন না এবং আমার ব্যাপারে অধিক কঠোরতা অবলম্বন করবেন না।' বর্ণনাকারী বলেন, ইহা মূসা (আ)-এর প্রথমবারের ভুল। তারপর তাঁরা উভয়ে (নৌকা থেকে নেমে) চলতে লাগলেন। (পথে) একটি বালক অন্যান্য বালকের সাথে খেলছিল। খাযির তার মাথার উপর দিক দিয়ে ধরলেন এবং হাত দিয়ে তার মাথা ছিন্ন করে ফেললেন। মূসা (আ) বললেন, 'আপনি কি একটি নিষ্পাপ জীবন নাশ করলেন কোন হত্যার অপরাধ ছাড়াই?' খাযির বললেন "আমি কি তোমাকে বলিনি যে, তুমি আমার সঙ্গে কখনো ধৈর্য ধরতে পারবে না?" ইব্‌ন 'উয়ায়না (র) বলেন, এটা ছিল পূর্বের চেয়ে বেশী জোরালো। তারপর আবারো চলতে লাগলেন; চলতে চলতে তারা এক গ্রামের অধিবাসীদের কাছে পৌঁছে তাদের কাছে খাবার চাইলেন, কিন্তু তারা তাঁদের মেহমানদারী করতে অস্বীকার করল। তারপর সেখানে তাঁরা এক পতনোন্মুখ প্রাচীর দেখতে পেলেন। খাযির তাঁর হাত দিয়ে সেটি খাড়া করে দিলেন। মূসা (আ) বললেন, 'আপনি ইচ্ছে করলে এর জন্য পারিশ্রমিক গ্রহণ করতে পারতেন।' তিনি বললেন, 'এখানেই তোমার আর আমার মধ্যে সম্পর্কের অবসান।' নবী ﷺ বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা মূসার ওপর রহম করুন। আমাদের কতই না মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হতো যদি তিনি সবর করতেন, তাহলে আমাদের কাছে তাঁদের আরো ঘটনাবলী বর্ণনা করা হতো।

banglainternet.com

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইউসুফ আলী ইব্‌ন খাশরাম সুফিয়ান ইব্‌ন উয়ায়না (র) এ হাদীসটি বিশদভাবে বর্ণনা করেন।

٨٧. بَابُ مَنْ سَأَلَ وَهُوَ قَائِمٌ عَالِمًا جَالِسًا -

৮৭. পরিচ্ছেদ ঃ আলিমের বসা থাকা অবস্থায় দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করা

١٢٥ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا الْقِتَالُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَاِنَّ اَحَدَنَا يُقَاتِلُ غَضَبًا وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً فَرَفَعَ اِلَيْهِ رَأْسَهُ قَالَ وَمَا رَفَعَ اِلَيْهِ رَأْسَهُ اِلاَّ اَنَّهُ كَانَ قَائِمًا فَقَالَ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُوْنَ كَلِمَةُ اللّٰهِ هِىَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ .

১২৫ উসমান (র).....আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ এক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ-এর কাছে এসে বলল, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আল্লাহ্‌র রাস্তায় যুদ্ধ কোন্‌টি, কেননা আমাদের কেউ লড়াই করে রাগের বশীভূত হয়ে, আবার কেউ লড়াই করে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য। তিনি তার দিকে মাথা তুলে তাকালেন। বর্ণনাকারী বলেন, তাঁর মাথা তোলার কারণ ছিল যে, সে ছিল দাঁড়ানো। এরপর তিনি বললেন ঃ 'আল্লাহ্‌র দীনকে বুলন্দ করার জন্য যে যুদ্ধ করে সেই আল্লাহ্‌র রাস্তায়।'

٨٨. بَابُ السُّؤَالِ وَالْفُتْيَا عِنْدَ رَمْىِ الْجِمَارِ -

৮৮. পরিচ্ছেদ ঃ কংকর মারার সময় কোন মাসআলা জিজ্ঞাসা করা

١٢٦ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عِيْسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ رَاَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ عِنْدَ الْجَمْرَةِ وَهُوَ يُسْئَلُ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ نَحَرْتُ قَبْلَ اَنْ اَرْمِىَ قَالَ اِرْمِ وَلاَ حَرَجَ قَالَ اُخَرُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ حَلَقْتُ قَبْلَ اَنْ اَنْحَرَ قَالَ اُنْحَرْ وَلاَ حَرَجَ فَمَا سُئِلَ عَنْ شَىْءٍ قُدِّمَ وَلاَ اُخِّرَ اِلاَّ قَالَ افْعَلْ وَلاَ حَرَجَ .

১২৬ আবূ নু'আয়ম (র).....'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন 'আমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি নবী করীম ﷺ-কে দেখলাম, জামরার নিকট তাঁকে মাস'আলা জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে। এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল ঃ 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি কংকর মারার আগেই কুরবানী করে ফেলেছি।' তিনি বললেন ঃ 'কংকর মার, তাতে কোন ক্ষতি নেই।' অন্য এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল ঃ 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি কুরবানী করার পূর্বেই মাথা মুড়ে ফেলেছি।' তিনি বললেন ঃ 'কুরবানী করে নাও, কোন ক্ষতি নেই।' বস্তুত আগে পিছু করার যে কোন প্রশ্নই তাঁকে করা হচ্ছিল, তিনি বলছিলেন ঃ 'কর, কোন ক্ষতি নেই।'

banglainternet.com

٨٩. بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَمَا أُوْتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ اِلاَّ قَلِيْلاً -

৮৯. পরিচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী, وَمَا أُوْتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ اِلاَّ قَلِيْلاً তোমাদেরকে ইল্‌ম দেওয়া হয়েছে অতি অল্পই

١٢٧ حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ سُلَيْمَانُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ بَيْنَا اَنَا اَمْشِيْ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ خَرِبِ الْمَدِيْنَةِ وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلٰى عَسِيْبٍ مَعَهُ فَمَرَّ بِنَفَرٍ مِّنَ الْيَهُوْدِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ سَلُوْهُ عَنِ الرُّوْحِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لاَ تَسْاَلُوْهُ لاَ يَجِيْءُ فِيْهِ بِشَيْءٍ تَكْرَهُوْنَهُ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَنَسْاَلَنَّهُ فَقَامَ رَجُلٌ مِّنْهُمْ فَقَالَ يَا اَبَا الْقَاسِمِ مَا الرُّوْحُ فَسَكَتَ فَقُلْتُ اِنَّهُ يُوْحٰى اِلَيْهِ فَقُمْتُ فَلَمَّا انْجَلٰى عَنْهُ فَقَالَ وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّيْ وَمَا اُوْتُوْا مِنَ الْعِلْمِ اِلاَّ قَلِيْلاً قَالَ الْاَعْمَشُ هٰكَذَا فِيْ قِرَائَتِنَا .

১২৭ কায়স ইব্‌ন হাফস (র).....'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাস'উদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ একবার আমি নবী করীম ﷺ-এর সঙ্গে মদীনার বসতিহীন এলাকা দিয়ে চলছিলাম। তিনি একখানি খেজুরের ডালে ভর দিয়ে একদল ইয়াহূদীর কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তারা একজন অন্যজনকে বলতে লাগল, 'তাঁকে রূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা কর।' আর একজন বলল, 'তাঁকে কোন প্রশ্ন করো না, হয়ত এমন কোন জওয়াব দিবেন যা তোমরা পসন্দ করো না।' আবার তাদের কেউ কেউ বলল, 'তাঁকে আমরা প্রশ্ন করবই।' তারপর তাদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, 'হে আবুল কাসিম! রূহ কী ?' রাসূলুল্লাহ্ ﷺ চুপ করে রইলেন, আমি মনে মনে বললাম, তাঁর প্রতি ওহী নাযিল হচ্ছে। তাই আমি দাঁড়িয়ে রইলাম। তারপর যখন সে অবস্থা কেটে গেল তখন তিনি বললেন ঃ

وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ قُلِ الرُّوْحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّيْ وَمَا أُوْتُوْا مِنَ الْعِلْمِ اِلاَّ قَلِيْلاً

"তারা তোমাকে রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করে। বল, রূহ আমার প্রতিপালকের আদেশঘটিত। এবং তাদেরকে সামান্যই জ্ঞান দেওয়া হয়েছে।" (১৭ ঃ ৮৫)

আ'মাশ (র) বলেন, এভাবেই আয়াতটিকে আমাদের কিরাআতে أُوْتِيْتُمْ -এর স্থলে أُوْتُوْا পড়া হয়েছে।

٩٠. بَابُ مَنْ تَرَكَ بَعْضَ الْاِخْتِيَارِ مَخَافَةَ اَنْ يُّقْصُرَ فَهْمُ بَعْضِ النَّاسِ فَيَقَعُوْا فِيْ اَشَدَّ مِنْهُ -

৯০. পরিচ্ছেদ ঃ কোন কোন মুস্তাহাব কাজ এই আশঙ্কায় ছেড়ে দেওয়া যে, কিছু লোকে ভুল বুঝতে পারে এবং তারা এর চাইতে অধিকতর বিভ্রান্তিতে পড়তে পারে

١٢٨ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ اَبِيْ اِسْحٰقَ عَنِ الْاَسْوَدِ قَالَ قَالَ لِيْ ابْنُ الزُّبَيْرِ كَانَتْ عَائِشَةُ تُسِرُّ اِلَيْكَ كَثِيْرًا فَمَا حَدَّثَتْكَ فِي الْكَعْبَةِ قُلْتُ قَالَتْ لِيْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَا عَائِشَةُ لَوْلاَ اَنَّ

banglainternet.com

قَوْمَكِ حَدِيْثُ عَهْدِهِمْ قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ بِكُفْرٍ لَنَقَضْتُ الْكَعْبَةَ فَجَعَلْتُ لَهَا بَابَيْنِ بَابٌ يَدْخُلُ النَّاسُ وَبَابٌ يَخْرُجُوْنَ فَفَعَلَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ .

১২৮ উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন মূসা (র).....আসওয়াদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ ইব্‌নু যুবায়র (রা) আমাকে বললেন, 'আয়িশা (রা) তোমাকে অনেক গোপন কথা বলতেন। বল তো কা'বা সম্পর্কে তোমাকে কী বলেছেন ? আমি বললাম, তিনি আমাকে বলেছেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন ঃ 'আয়িশা! তোমাদের কওম যদি (ইসলাম গ্রহণে) নতুন না হত, ইব্‌ন যুবায়র বলেন ঃ কুফর থেকে; তবে আমি কা'বা ভেঙ্গে ফেলে তার দু'টি দরজা বানাতাম। এক দরজা দিয়ে লোক প্রবেশ করত আর এক দরজা দিয়ে বের হত। (পরবর্তীকালে মক্কার আধিপত্য পেলে) তিনি এরূপ করেছিলেন।

٩١. بَابُ مَنْ خَصَّ بِالْعِلْمِ قَوْمًا دُوْنَ قَوْمٍ كَرَاهِيَةَ أَنْ لاَ يَفْهَمُوْا –

وَقَالَ عَلِيٌّ حَدِّثُوا النَّاسَ بِمَا يَعْرِفُوْنَ أَتُحِبُّوْنَ أَنْ يُكَذَّبَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ –

৯১. পরিচ্ছেদ ঃ বুঝতে না পারার আশংকায় ইল্‌ম শিক্ষায় কোন এক কওম বাদ দিয়ে আর এক কওম বেছে নেওয়া।

আলী (রা) বলেন, 'মানুষের কাছে সেই ধরনের কথা বল, যা তারা বুঝতে পারে। তোমরা কি পসন্দ কর যে, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি মিথ্যা আরোপ করা হোক ?

١٢٩ حَدَّثَنَا بِهِ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى عَنْ مَعْرُوْفِ بْنِ خَرَّبُوْذٍ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَنْ عَلِيٍّ .

১২৯ এ হাদীস উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন মূসা (র).....'আলী (রা) থেকে বর্ণনা করেন।

١٣٠ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ أَبِيْ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَمُعَاذٌ رَدِيْفُهُ عَلَى الرَّحْلِ قَالَ يَا مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ قَالَ لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَسَعْدَيْكَ قَالَ يَا مُعَاذُ قَالَ لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَسَعْدَيْكَ قَالَ يَا مُعَاذُ قَالَ لَبَّيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَسَعْدَيْكَ ثَلاَثًا قَالَ مَا مِنْ أَحَدٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ اِلاَّ حَرَّمَهُ اللّٰهُ عَلَى النَّارِ قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ أَفَلاَ أُخْبِرُ بِهِ النَّاسَ فَيَسْتَبْشِرُوْنَ قَالَ اِذًا يَتَّكِلُوْا وَ أَخْبَرَ بِهَا مُعَاذٌ عِنْدَ مَوْتِهِ تَأَثُّمًا .

১৩০ ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র).....আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, একবার মু'আয (রা) নবী ﷺ -এর পিছনে সাওয়ারীতে উপবিষ্ট ছিলেন, তখন তিনি তাকে ডাকলেন, হে মু'আয ইব্‌ন জাবাল! মু'আয (রা) উত্তর দিলেন, 'আমি হাযির ইয়া রাসূলাল্লাহ্ এবং (আপনার আদেশ পালনের জন্য) প্রস্তুত। তিনি ডাকলেন, মু'আয! মু'আয (রা) উত্তর দিলেন, আমি হাযির, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ এবং প্রস্তুত। ' তিনি আবার ডাকলেন, মু'আয। তিনি উত্তর দিলেন, 'আমি হাযির ইয়া রাসূলাল্লাহ্ এবং প্রস্তুত'। এরূপ তিনবার করলেন।

banglainternet.com

এরপর বললেন ঃ যে কোন বান্দা আন্তরিকতার সাথে এ সাক্ষ্য দেবে যে, 'আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই এবং মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহ্র রাসূল'--তার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা জাহান্নাম হারাম করে দেবেন। মু'আয (রা) বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি কি মানুষকে এ খবর দেব না, যাতে তারা সুসংবাদ পেতে পারে?' তিনি বললেন, 'তাহলে তারা এর উপর ভরসা করে বসে থাকবে।' মু'আয (রা) (জীবনভর এ হাদীসটি বর্ণনা করেন নি) মৃত্যুর সময় এ হাদীসটি বর্ণনা করে গেছেন যাতে (ইল্ম গোপন রাখার) গুনাহ্ না হয়।

١٣١ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ أَبِيْ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا قَالَ ذُكِرَلِيْ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِمُعَاذٍ مَنْ لَقِيَ اللّٰهَ لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ قَالَ اَلاَ أُبَشِّرُ بِهِ النَّاسَ قَالَ لاَ اِنِّيْ اَخَافُ اَنْ يَتَّكِلُوْا .

১৩১ মুসাদ্দাদ (র).....আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার কাছে বর্ণনা করা হয়েছে যে, নবী করীম ﷺ মু'আয (রা)-কে বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সঙ্গে কোনরূপ শির্ক না করে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করবে সে জান্নাতে দাখিল হবে। (এ কথা শুনে) মু'আয (রা) বললেন, 'আমি কি লোকদের সুসংবাদ দেব না?' তিনি বললেন, 'না, আমার আশংকা হচ্ছে যে, তারা এর উপরই ভরসা করে বসে থাকবে।'

٩٢. بَابُ الْحَيَاءِ فِي الْعِلْمِ وَقَالَ مُجَاهِدٌ لاَ يَتَعَلَّمُ الْعِلْمَ مُسْتَحْيٍ وَلاَ مُسْتَكْبِرٌ وَقَالَتْ عَائِشَةُ نِعْمَ النِّسَاءُ نِسَاءُ الْاَنْصَارِ لَمْ يَمْنَعْهُنَّ الْحَيَاءُ اَنْ يَتَفَقَّهْنَ فِي الدِّيْنِ -

৯২. পরিচ্ছেদ ঃ ইল্ম শিক্ষা করতে লজ্জাবোধ করা

মুজাহিদ (র) বলেন, 'লাজুক এবং অহঙ্কারী ব্যক্তি ইল্ম হাসিল করতে পারে না। 'আয়িশা (রা) বলেন, 'আনসারদের মহিলারাই উত্তম। লজ্জা তাদের দীনের জ্ঞান থেকে ফিরিয়ে রাখতে পারে নি।

١٣٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ سَلَمَةَ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ جَاءَتْ اُمُّ سُلَيْمٍ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ لاَيَسْتَحْيِ مِنَ الْحَقِّ فَهَلْ عَلَى الْمَرْاَةِ مِنْ غُسْلٍ اِذَا احْتَلَمَتْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا رَاَتِ الْمَاءَ فَغَطَّتْ اُمُّ سَلَمَةَ تَعْنِيْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَوَ تَحْتَلِمُ الْمَرْاَةُ قَالَ نَعَمْ تَرِبَتْ يَمِيْنُكِ فَبِمَ يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا .

১৩২ মুহাম্মদ ইব্ন সালাম (র).....উম্মে সালমা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর খিদমতে উম্মে সুলায়ম (রা) এসে বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আল্লাহ্ হক কথা প্রকাশ করতে লজ্জাবোধ করেন না। স্ত্রীলোকের স্বপ্নদোষ হলে কি গোসল করতে হবে? নবী ﷺ বললেন ঃ 'হ্যাঁ, যখন সে বীর্য দেখতে পাবে।' তখন উম্মে সালমা (লজ্জায়) তার মুখ ঢেকে নিয়ে বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! স্ত্রীলোকের স্বপ্নদোষ হয় কি?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, তোমার ডান হাতে মাটি পড়ুক![১] (তা না হলে) তার সন্তান তার আকৃতি পায় কিরূপে?'

banglainternet.com

১. এটি কোন বদ দু'আ নয়, বরং বিস্ময় প্রকাশের জন্য আরবীতে ব্যবহৃত হয়।

١٣٣ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً لاَ يَسْقُطُ وَرَقُهَا وَهِيَ مَثَلُ الْمُسْلِمِ حَدِّثُوْنِيْ مَاهِيَ فَوَقَعَ النَّاسُ فِيْ شَجَرِ الْبَادِيَةِ وَوَقَعَ فِيْ نَفْسِيْ اَنَّهَا النَّخْلَةُ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ فَاسْتَحْيَيْتُ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَخْبِرْنَا بِهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هِيَ النَّخْلَةُ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ فَحَدَّثْتُ اَبِيْ بِمَا وَقَعَ فِيْ نَفْسِيْ فَقَالَ لاَنْ تَكُوْنَ قُلْتَهَا اَحَبُّ اِلَيَّ مِنْ اَنْ يَكُوْنَ لِيْ كَذَا وَكَذَا .

১৩৩ ইসমা'ঈল (র).....ইব্‌ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ গাছের মধ্যে এমন এক গাছ আছে যার পাতা ঝরে পড়ে না এবং তা হ'ল মুসলিমের দৃষ্টান্ত। তোমরা আমাকে বল তো সেটা কোন্ গাছ? তখন লোকজনের খেয়াল জঙ্গলের গাছপালার প্রতি গেল। আর আমার মনে হতে লাগল যে, তা হ'ল খেজুর গাছ। আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন, 'কিন্তু আমি লজ্জাবোধ করলাম।' সাহাবায়ে কিরাম (রা) বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনিই আমাদের তা বলে দিন।' রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ 'তা হ'ল খেজুর গাছ।' আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন, 'তারপর আমি আমার পিতাকে আমার মনে যা এসেছিল তা বললাম।' তিনি বললেন, 'তুমি তখন তা বলে দিলে অমুক অমুক জিনিস লাভ করার চাইতে আমি বেশী খুশী হতাম।'

٩٣. بَابُ مَنِ اسْتَحْيَا فَاَمَرَ غَيْرَهُ بِالسُّؤَالِ

৯৩. পরিচ্ছেদ ঃ নিজে লজ্জাবোধ করলে অন্যকে প্রশ্ন করতে বলা

١٣٤ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دَاوُدَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ مُنْذِرٍ الثَّوْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ قَالَ كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءً فَاَمَرْتُ الْمِقْدَادَ اَنْ يَسْاَلَ النَّبِيَّ ﷺ فَسَاَلَهُ فَقَالَ فِيْهِ الْوُضُوْءُ .

১৩৪ মুসাদ্দাদ (র).....'আলী ইব্‌ন আবী তালিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার অধিক পরিমাণে 'মযী' বের হত। তাই এ ব্যাপারে নবী ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করার জন্য মিকদাদকে বললাম। তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ 'এতে কেবল ওযূ করতে হয়।'

٩٤. بَابُ ذِكْرِ الْعِلْمِ وَالْفُتْيَا فِي الْمَسْجِدِ –

৯৪. পরিচ্ছেদ ঃ মসজিদে ইল্‌ম ও মাসআলা–মাসাইলের আলোচনা করা

١٣٥ حَدَّثَنِيْ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا نَافِعٌ مَوْلَى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَجُلاً قَامَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مِنْ اَيْنَ تَاْمُرُنَا اَنْ نُهِلَّ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُهِلُّ اَهْلُ الْمَدِيْنَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ ، وَيُهِلُّ اَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ ، وَيُهِلُّ اَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ

banglainternet.com

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ وَ يَزْعُمُوْنَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ . وَيُهِلُّ اَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ وَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُوْلُ لَمْ اَفْقَهْ هٰذِهِ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

১৩৫ কুতায়বা ইব্ন সা'ঈদ (র).....'আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি মসজিদে দাঁড়িয়ে বলল, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি আমাদের কোথা থেকে ইহ্রাম বাঁধার নির্দেশ দেন?' রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ মদীনাবাসী ইহরাম বাঁধবে 'যু'ল-হুলায়ফা' থেকে, সিরিয়াবাসী ইহরাম বাঁধবে 'জুহফা' থেকে এবং নাজদবাসী ইহ্রাম বাঁধবে 'কর্ন' থেকে। ইব্ন 'উমর (রা) বলেন, অন্যেরা বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এও বলেছেন ঃ 'এবং ইয়ামানবাসী ইহ্রাম বাঁধবে 'ইয়ালামলাম' থেকে।' ইব্ন 'উমর (রা) বলেছেন, 'এ কথাটি আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বুঝে নিতে পারিনি।'

٩٥. بَابُ مَنْ اَجَابَ السَّائِلَ بِاَكْثَرَ مِمَّا سَاَلَهُ –

৯৫. পরিচ্ছেদ ঃ প্রশ্নকারীর প্রশ্নের চাইতে বেশী উত্তর দেওয়া

١٣٦ حَدَّثَنَا اٰدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ ذِئْبٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ح عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّ رَجُلاً سَاَلَهُ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ فَقَالَ لاَيَلْبَسُ الْقَمِيْصَ وَلاَ الْعِمَامَةَ وَلاَ السَّرَاوِيْلَ وَلاَ الْبُرْنُسَ وَلاَ ثَوْبًا مَسَّهُ الْوَرْسُ اَوِ الزَّعْفَرَانُ فَاِنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتّٰى يَكُوْنَا تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ .

১৩৬ আদম (র).....ইব্ন 'উমর (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, 'মুহরিম কী কাপড় পরবে?' তিনি বললেন ঃ 'জামা পরবে না, পাগড়ী পরবে না, পাজামা পরবে না, টুপি পরবে না এবং কুসুম বা যা'ফরান রঙ্গে রঞ্জিত কোন কাপড় পরবে না। জুতা না থাকলে চামড়ার মোজা পরতে পারে, তবে এমনভাবে কেটে ফেলতে হবে যাতে মোজা দু'টি পায়ের গিরার নিচে থাকে।

more exclusive Islamic Book
@
www.banglainternetcom/islamic_book.html